شان غوث الاعظم

শানে গাউছুল আ'যম

রচনায়

মুহাম্মদ আজিজুল হক আল্-কাদেরী (মা.জি.আ.)

প্রকাশনায়

আন্‌জুমানে কাদেরীয়া চিশ্‌তীয়া বাংলাদেশ

ক্বাসিদায়ে গাউছিয়ার অনুবাদ
ও
সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

sahihaqeedah.com

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

PDF by (Masum Billah Sunny)

sahihaqeedah.com

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

PDF by (Masum Billah Sunny)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং

১। ক্বাসিদায়ে গাউছিয়ার অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ১৭৩

২। ক্বাসিদায়ে গাউছিয়া পাঠের নিয়ম ১৭৫

৩। ক্বাসিদা নং-০১:
سَقَانِى الْحُبّ .....نَحْوِىْ تَعَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ১৭৬

৪। ক্বাসিদা নং-০২:
سَعَتْ وَمَشَتْ....بَيْنَ الْمَوَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা..... ১৭৭

৫। ক্বাসিদা নং-০৩:
فَقُلْتُ...اَنْتُمْ رِجَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ১৭৮

৬। ক্বাসিদা নং-০৪:
وَهِمُّوْا...فِىْ مَلَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ১৭৯

৭। ক্বাসিদা নং-০৫:
شَرِبْتُم....وَاتِّصَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ১৮১

৮। ক্বাসিদা নং-০৬:
مَقَامُكُم...مَازَالَ عَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা.... ১৮১

৯। ক্বাসিদা নং-০৭:
اَنَا فِىْ...ذُوالْجَلَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ১৮৩

১০। ক্বাসিদা নং-০৮:
اَنَا الْبَازِى....اعْطِى مِثَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ১৮৪

১১। ক্বাসিদা নং-০৯:
كَسَانِى...الْكَمَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ১৮৬

১২। ক্বাসিদা নং-১০:
وَاَطْلَعَنِى...سؤَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ১৮৭

১৩। ক্বাসিদা নং-১১:
وَوَلَّانِى... كُلِّ حَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ১৮৮

১৪। ক্বাসিদা নং-১২:
وَلَوْ اَلْقَيْتُ...فِىْ زَوَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ... ১৯০

১৫। ক্বাসিদা নং-১৩:
وَلَوْ اَلْقَيْتُ...بَيْنَ الرِّمَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ... ১৯১

১৬। ক্বাসিদা নং-১৪:
وَلَوْ اَلْقَيْتُ..مِنْ سِرِّ حَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ১৯৩

বিষয়	পৃষ্ঠা নং

১৭। ক্বাসিদা নং-১৫:
وَلَوْ اَلْقَيْتُ...اَلْمَوْلٰى تَعَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা .. ১৯৬
১৮। ক্বাসিদা নং-১৬:
وَمَا مِنْهَا.....اِلَّا اَتَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ১৯৯
১৯। ক্বাসিদা নং-১৭:
وَتُخْبِرُنِى...عَنْ جِدَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ... ২০০
২০। ক্বাসিদা নং-১৮:
مُرِيْدِىْ هِمْ...فَالْاِسْمِ عَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা... ২০১
২১। ক্বাসিদা নং-১৯:
مُرِيْدِىْ.....نِلْتُ الْمَنَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা.... ২০৫
২২। ক্বাসিদা নং-২০:
طُبُوْلِىْ......قَدْ بَدَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা..... ২০৬
২৩। ক্বাসিদা নং-২১:
بِلَادُ اللهِ...قَدْ صَفَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ২০৭
২৪। ক্বাসিদা নং-২২:
نَظَرْتُ...حُكْمِ اِتِّصَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা....... ২১০
২৫। ক্বাসিদা নং-২৩:
دَرَسْتُ الْعِلْمَ...مَوْلَى الْمَوَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ... ২১১
২৬। ক্বাসিদা নং-২৪:
رِجَال فِىْ...اللَّيَالِىْ كَالَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা...... ২১৩
২৭। ক্বাসিদা নং-২৫:
وَكُلُّ وَلِى...بَدْرِ الْكَمَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা... ২১৪
২৮। ক্বাসিদা নং-২৬:
نَبِىٌّ هَاشِمِىْ...نِلْتُ الْمَوَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা..... ২১৭
২৯। ক্বাসিদা নং-২৭:
مُرِيْدِى...عِنْدَ الْقِتَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ২১৮
৩০। ক্বাসিদা নং-২৮:
اَنَا الْجِيْلِى...رَاْسِ الْجِبَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা... ২১৯
৩১। ক্বাসিদা নং-২৯:
اَنَا الْحَسَنِى...عُنُقِ الرِّجَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ২২১
৩২। ক্বাসিদা নং-৩০:
وَعَبْدُ الْقَادِر...الْعَيْنُ الْكَمَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা... ২২৩

ক্বাসিদায়ে গাউছিয়ার অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

যেহেতু উক্ত ক্বাসিদায়ে গাউছিয়ার গুপ্ত রহস্য ও অর্থ অনুধাবন করা সাধারণত: খুবই দূর্বিষহ। কাজেই আমি এমন একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখার আশা রাখছি যা সর্বস্তরের আলেম ওলামা ও সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্যতা ও উপকার হয়। আমি ক্বাসিদায়ে গাউছিয়া শরীফের কয়েকটি পান্ডুলিপি সম্মুখে রেখে বিশুদ্ধভাবে লেখার চেষ্টা করেছি। আমি সে পন্থায় এখানে অবলম্বন করেছি যা মুহাক্কিক ব্যাখ্যাকার গণের তরিকা ছিল। আর আমি মধ্যম পন্থা তথা বাইনাল ইতনাব ও ইজাযের পন্থা অবলম্বন করেছি। যাতে করে পাঠকগণ ঘোরপাক না খায় এবং ক্বাসিদার মূল উদ্দেশ্য ও মাফহুম অনুধাবনে সক্ষম হয়। আর সাথে সাথে আসল লক্ষ্য ও অভিপ্রায় আদায় হয়। অর্থাৎ মূল ও অভিপ্রায় আদায় হয়। মূল উদ্দেশ্য সঠিকভাবে আদায় হয় এবং ব্যাখ্যা যেন দীর্ঘ না হয়। যাতে করে পাঠকগণ তা সহজে অনুধাবন করতে পারে। প্রতিটি ক্বাসিদার উপকারীতা এবং পাঠের তারতীব, অত:পর প্রতিটি শব্দের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ অভিধান তথা ডিকশনারীর রেফারেন্স সহকারে লিপিবদ্ধ করেছি। তা ছাড়া নাহু ছরফের (আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রের) গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় কায়েদা সমূহ বর্ণনা করেছি। সাথে সাথে প্রতিটি ক্বাসিদার অর্থ ও ভাষাগত ব্যাখ্যা এবং তাসাউফ তথা তরিকতের পরিভাষা যা অত্র ক্বাসিদায় রয়েছে তা ব্যাখ্যা করেছি এবং ইলমে উরুয কিংবা ইলমে ছরফ ও নাহুর কোন নিয়ম-নীতি অত্র ক্বাসিদায় কোন আমল বাহ্যিকভাবে গোচরীভূত হলেও তা বিরুদ্ধাচরণকারীদের প্রশ্ন উত্থাপন পূর্বক বাক পটুতা ও প্রাঞ্জল ভাষায় আরব কবিদের কবিতার দৃষ্টি ভঙ্গির মাধ্যমে তা প্রমাণিত করেছি, যাতে করে তারা যথাযথ ভাবে অনুধাবন করতে পারে। আর সে সমস্ত

ক্বাসিদায়ে গাউছিয়া পাঠের নিয়ম

আপন রূপক মোর্শেদ কেবলার অনুমতির পাশাপাশি অপরাপর গুরুত্বপূর্ণ শর্ত সমূহ হচ্ছে এই- শরীর পাক হওয়া, কাপড় পাক ও পবিত্র হওয়া, অজু অবস্থায় হওয়া, হালাল খাবার খাওয়া, ক্বাসিদা শরীফের পাঠের পূর্বে দরূদে মা'আদন শরীফ;

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعْدَنِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَمَنْبَعِ الْعِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالْحِكَمِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ.

(উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলি সৈয়্যদিনা মুহাম্মদ মা'দানিল জুদে ওয়াল কারামি, মাম্বায়িল ইল্‌মে ওয়াল হিল্‌মে ওয়াল হিকম ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম)

পাঠ করা। তবে মোরশেদে মাজাজ রূহানী ও আধ্যাত্মিকতার স্তরের হওয়া আবশ্যক। এই ওয়াজিফা প্রতিটি দ্বীন-দুনিয়ার উভয়ের মুশকিল আসানের ক্ষেত্রে অতীব দ্রুত কার্যকরের হুকুম ভূক্ত।

ওয়াজিফা পাঠের নিয়ম ও সংখ্যা প্রত্যেক ভিন্ন উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে ভিন্ন হয়ে থাকে। এ জন্যই যে ব্যক্তি যেই উদ্দেশ্যের জন্য পাঠ করা উদ্দেশ্য হবে তা কোন একজন আহলুল্লাহর নিকট হতে তার অনুমতি নিতে হবে।

আমি অধম প্রতিটি ক্বাসিদার উপকারে সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্য ও সংখ্যার বর্ণনা করেছি। (যা উর্দুতে প্রকাশিত কিতাবে রয়েছে।)

লোকদের জন্য যাতে সহজতর হয় সে ব্যবস্থা করেছি যারা ক্বাসিদায়ে গাউছিয়া শরীফকে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে ওয়াজিফা হিসাবে পাঠ করে থাকেন।

বিস্তারিত ও ব্যাপক ব্যাখ্যার পূর্বে ক্বাসিদায়ে গাউছিয়া শরীফের অর্থ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করে দিয়েছি, যাতে করে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেখার জন্য সাধারণত: প্রয়োজন অনুভব না হয়। যদি কেউ কোন শব্দের তাহকীক কিংবা তাসাউফের মাসআলা সম্পর্কে কোন ক্বাসিদা দেখতে উদ্দেশ্য হয় তবে অত্র ক্বাসিদার ব্যাপক ব্যাখ্যা দ্বারা উপকৃত হতে পারবে।

আমার কয়েকজন শুভাকাঙ্খী আমাকে বলেছেন যে, ক্বাসিদা শরীফের প্রতিটি শব্দের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা পূর্বক মূল মাফহুম বর্ণনা করার জন্য এবং এর সাথে কিছু শব্দের তাহকীকও যেন বর্ণনা হয় আর শাব্দিক অনুবাদের পাশাপাশি উক্ত ক্বাসিদার প্রকৃত উদ্দেশ্য সর্ব সাধারণ যারা আরবী ভাষা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞাত নয় তারা যেন ক্বাসিদার মূল মাফহুম সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা জন্মায়।

আমি শাব্দিক অর্থ বাদ দিয়ে শে'রের মূল মাফহুম সহজ-সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করার জন্য ও আমার হিতাকাঙ্খীগণ আমাকে অনুরোধ করেছেন। তবে ওলামায়ে কেরামগণ গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে, আমি তরজুমার মধ্যে কোন শব্দের অর্থ ছেড়ে দিয়নি। আমার তরজুমা ও ব্যাখ্যায় ভিন্ন মনে হবে, এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, লোকদেরকে ভিন্ন ব্যাখ্যার কারণে অত্র শে'রের অর্থ ভালভাবে অনুধাবন করানো। তবে বাংলায় অনুবাদকৃত অত্র পুস্তিকায় কেবলমাত্র ক্বাসিদার অর্থ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উর্দুতে প্রকাশিত কিতাবে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

ক্বাসিদা নং-০১

سَقَانِى الْحُبُّ كَاسَاتِ الْوِصَالِ
فَقُلْتُ لِخَمْرَتِىْ نَحْوِىْ تَعَالِ

উচ্চারণঃ সক্বা-নিল্‌হুব্বু কা-সা-তিল বিসা-লী
ফাকুলতু লিখাম্‌রাতী নাহ্‌বী তায়া-লী।

অর্থঃ প্রেম ও ইশ্‌ক মুহাব্বতে আমাকে প্রেমাস্পদের পানীয় পান করায়েছে। অত:পর আমি আমার পানীয় যা আমার জন্য সুনির্দিষ্ট ছিল। উক্ত পানীয় পাত্রকে বললাম এদিকে আস।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাঃ প্রেম মুহাব্বতই আমাকে আল্লাহর সাহচর্য অর্জিত হয়েছে। কেননা মুহাব্বতের ফলাফলই হচ্ছে সাহচর্য। কাজেই যখন সাহচর্য অর্জিত হয়েছে তখন আমি এটির উপযোগী হয়ে গেছি যে, পানীয়কে (যা আল্লাহর ফয়েজ উদ্দেশ্য) আহ্বান করি তখন সাহচর্য অর্জিত হওয়ার পর আমি এমন উত্তেজক পানীয় ধারণক্ষম হয়ে গেছি এবং আমার প্রাপ্য ও অধিকার ছিল যে, আমি আমার নির্ধারিত পানীয় আহ্বান করা, সাহচার্যের পর একান্ত উদ্যত ও প্রস্তুত হওয়ার শক্তি অর্জিত হয়ে থাকে, যা সাহচার্য অর্জনের পূর্বে ছিল না। আল্লাহর একান্ত মুহাব্বতই আমার দ্বারা আল্লাহর সাহচর্য অর্জিত হয়েছে।

যখন সাহচর্য অর্জিত হয়েছে তখন এর মাধ্যমে আল্লাহর গুপ্ত রহস্য বুঝার শক্তি দান করে। তখন আমি আল্লাহর ভেদ ও রহস্য অর্জনে সক্ষম হই। প্রকৃত রহস্য যা কুরদতের গুপ্ত-ভান্ডারে লুকায়িত ছিল। যখন ফয়জানে এলাহীর প্রকৃত পানীয় হতে এক ফোটা আমার প্রাপ্যে আসল

তখন তা আমার অন্তরের উপর এমন ভাবে উত্তেজিত হল যে, নিচের দিকে পানি দ্রুত চলে যেতে লাগল তখন আসরারে এলাহী অগ্নি রশ্মির ন্যায় আলোক উজ্জল হয়ে গেল।

ক্বাসিদা নং-০২

سَعَتْ وَمَشَتْ لِنَحْوِىْ فِىْ كُئُوْسٍ
فَهِمْتُ بِسُكْرَتِىْ بَيْنَ الْمَوَالِ

উচ্চারণঃ সায়াত্ ওয়া মাশাত লিনাহ্‌বী ফী কুউসিন
ফাহিমতু বিসুকরাতী বায়নাল মাওয়া-লী।

অর্থঃ পাত্র ভর্তি সেই পানীয় আমার দিকে দৌড়ে আসল, যা হতে আমি আমার বন্ধু ও হিতাকাঙ্খীদের মজলিসে সুমিষ্ট পানীয় দ্বারা চিরন্তন হয়ে গেছি।

ব্যাখ্যাঃ যখন আমার আল্লাহর সাহচর্য অর্জিত হয়েছে, তখন আমার অন্তর ফয়েজ ও রহমতের পানীয় পাত্র হয়ে গেছে। যেমনিভাবে পানি পিছনের দিকে দ্রুত চলে যায়, তেমনি ভাবে উক্ত উত্তেজক পানীয় আমার অনুগত হিসেবে দৌড়ে চলে আসে, আর আমি তা পান করে বিভোর হয়ে গেছি এবং আমার বিভোরতা গোপন ছিল না, বরং এর সাক্ষী আমার বন্ধু ও হিতাকাঙ্খী গণও হয়েছে।

ক্বাসিদা নং-০৩

فَقُلْتُ لِسَائِرِ الْاَقْطَابِ لُمُّوْا

بِحَالِیْ وَادْخُلُوْا اَنْتُمْ رِجَالِ

উচ্চারণ: ফাকুলতু লিসা-য়িরিলআক্বতা-বিলুম্মূ

বিহা-লী ওয়াদ্‌কুলূ আন্তুম রিজা-লী।

অর্থ: অত:পর আমি সকল আকতাবদেরকে বললাম যে, তোমরাও দৃঢ় সংকল্প কর এবং আমার রঙে নিজেকে রঞ্জিত কর। কেননা তোমরা আমার তরিকত ও পথের সাথী। নিজেকে আমার রঙে অর্থাৎ মারেফাতের উত্তেজক নেশায় বিভোর হয়ে যাও, কেননা তোমরাও আমার ভাই।

ব্যাখ্যা: পানীয় পান করার পর যখন আমার দৃষ্টি শক্তি অর্জিত হয়েছে, তখন আমি দেখলাম যে, অপরাপর আকতাবগণ এই মারেফতের নেশা সম্পর্কে অজ্ঞাত, এই জন্য আমি সমস্ত আকতাবদেরকে দাওয়াত দিচ্ছি যে, তোমরাও আমার তরিকত ও পথের সাথী। আমার অনুসরণ-অনুকরণ কর, যাতে তোমরাও আমার রঙে রঞ্জিত হয়ে যাও।

ক্বাসিদা নং-০৪

وَهُمُّوْا وَاشْرَبُوْا اَنْتُمْ جُنُوْدِیْ

فَسَاقِی الْقَوْمِ بِالْوَافِیْ مَلَالِ

উচ্চারণ: ওয়া হুম্মু ওয়াশরাবু আন্তুম জুনূদী

ফাসা-ক্বিল্ ক্বাওমি বিল্‌ওয়া-ফী মালা-লী।

অর্থ: এবং আমি আকতাবদেরকে বললাম যে, দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমে সাহস করে মারেফাতের পানীয় পান কর, যেহেতু তোমরা আমার লশকর ও সৈন্য এবং সাক্বীয়ে কাওম তথা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার জন্য মারেফাতের উত্তেজক পানীর পাত্র পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।

ব্যাখ্যা: অত্র ক্বাসিদাটি পূর্ববর্তী ক্বাসিদার তাফসীর ও তাকীদ তথা দৃঢ়করণ। আকতাবগণকে আমি বললাম যে, যেহেতু তোমরা আমার অনুগত এবং আমার তরিকার অনুসারী। আর আমি তোমাদের সরদার হই। এই জন্যই তোমাদের প্রতি আমার দরদ ও সহানুভূতি। আমি চাচ্ছি যে, তোমরাও উক্ত ফয়জানে ইলাহী তথা আল্লাহর ফয়েজ ও করুণা দ্বারা ভরপুর ও লাভবান হও। তোমরাও মারেফাতের উত্তেজক পানীয় পান কর। তবে এটি একান্ত বিশ্বাস যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে মারেফাতের পানীয় পাত্র এমন ভাবে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন যে, যা কখনো নি:শেষ হবে না।

আউলিয়ায়ে কেরামদের উদ্দেশ্য করে বলেন যে, তোমরা দৃঢ় সংকল্প কর, দৃঢ় সংকল্প ব্যতীরেকে কোন কিছুর আশা করা যায় না। পূর্ণ সাহস ও কোমর বেঁধে আমার সাথে মারেফাতের কূপ তথা পাত্র হতে উত্তেজক পানীয় পান কর। যা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার জন্য পাত্র পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন যা কখনো নি:শেষ হওয়ার নয়।

অত্র ক্বাসিদায় সাক্বীয়ে কাওছার হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র সেই মো'জেযার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যদি কোন পানি কিংবা খাবারে আপন হাত মোবারক লাগাতেন উক্ত পানীয় কিংবা খাবার নি:শেষ হত না।

সামান্য পানীয় কিংবা খাদ্যের উপর হাত মোবারক রাখতেন তা হতে সমস্ত সৈন্যগণের জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত। অর্থাৎ উক্ত পানীয় ও খাদ্য সমস্ত সৈন্যগণ তৃপ্তী সহকারে খাবার পরও তা নি:শেষ হত না। উক্ত মো'জেযার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর যেহেতু গাউছে পাক (রহ:) মারেফাতের পানীয় হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র হাত মোবারক লাগানো পানীয় পাত্র হতে পান করেছেন এ জন্যই তা নি:শেষ হবে না। এই জন্যই যে, হুজুর গাউছে পাকের ফয়েজ সমস্ত ছিলছিলার মধ্যে প্রবাহমান এবং قدمی هذه علی رقبة کل ولی اللّٰه উক্ত ফরমান অনুযায়ী তাঁর কদম মোবারক সমস্ত অলী আল্লাহদের গরদানের উপর।

খাজা গরীবে নাওয়াজ হিন্দুল অলী মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী রহমাতুল্লাহে আলাইহের একটি বাণী মোতাবেক গাউছে পাকের কদম তিনি তাঁর চোখের উপর নিয়েছেন।

ক্বাসিদা নং-০৫

شَرِبْتُمْ فُضْلَتِیْ مِنْ بَعْدِ سُكْرِیْ
وَلَانِلْتُمْ عُلُوِّیْ وَاتِّصَالِ

উচ্চারণ: শারিব্‌তুম ফুজ্‌লাতী মিম্‌বা'দি সুক্‌রী
ওয়া লা-নিল্‌তুম উলুব্বী ওয়াত্তিসা-লী।

অর্থ: আমার আত্মহারা ও বিভোরতার পর তোমরা আকতাবগণ আমার পান পাত্র হতে আমার সন্তান হিসাবে পানীয় পান কর। তবে আমার উচ্চ মর্যাদা এবং নৈকট্যতার ক্ষেত্রে সমকক্ষে পৌছা সম্ভব নয়।

ব্যাখ্যা: অলীদের সম্রাট সৈয়্যদুনা মীর মহিউদ্দীন রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু তাঁর সমকালীন আউলিয়ায়ে কেরামদের বলেন এবং উদ্বুদ্ধ ও প্রলুব্ধ করেন যে, তোমরা আমার বিভোরতার পর আমার রেখে দেওয়া মারেফাতের উত্তেজক পানীয় পাত্র হতে পান কর, যে পাত্র হতে আমি পানীয় পান করে বিভোর হয়েছি। তবে ইহা সত্ত্বেও তোমরা আশানুরূপ মর্তবা পাবে না। এখনো পর্যন্ত তোমরা আমার স্তরে পৌছনি। এই জন্যই তোমাদেরকে প্রকৃত অনুসরণের ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়মের অনুসরণ পূর্বক উন্নত শিখরে আরোহন করা আবশ্যক।

ক্বাসিদা নং- ০৬

مَقَامُكُمُ الْعُلٰی جَمْعًا وَّلٰكِنْ
مَقَامِیْ فَوْقَكُمْ مَّازَالَ عَالِ

উচ্চারণ: মাক্বা-মুকুমুল উলা-জামঈাও ওয়া লা-কিন
মক্বা-মী ফাওক্বাকুম্ মা-যা-লা আ-লী।

অর্থ: যদিওবা তোমরা সকলের স্থান ও মর্যাদা সুউচ্চ। তবে আমার স্থান তোমাদের স্থান অপেক্ষা আরো ঊর্ধ্বে, যা সর্বদা উড্ডিয়মান। যা লুপ্ত হওয়ার নয়।

ব্যাখ্যা: এটি পূর্ববর্তী ক্বাসিদার তাফসীর ও ব্যাখ্যা। এখানে "مقام" এটি একটি পদবীর নাম। অর্থাৎ مقام মারেফাতের সংজ্ঞায় একটি পদবী তথা পদ মর্যাদা।

মূলত: مازال عالیًا ছিল। ক্বাসিদার ছন্দের অবশ্যকতার কারণে عـــال পাঠ করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, অলি আল্লাহ সর্বদা উচ্চ মর্যাদায় উন্নিত হতে থাকে। অর্থাৎ যদিওবা তোমরা হযরাতগণ আমার পরিত্যক্ত উত্তেজক পানীয় পান করে কিছুটা স্তরে উন্নীত হয়েছ। তবে আমার স্তরে পৌঁছতে পারনি। কেননা আমিও তোমাদের উন্নীত হওয়ার পাশাপাশি আমার স্তর ও পদ মর্যাদাও উন্নীত হয়েছে।

মারেফাতের ময়দানের কোন সীমারেখা নেই। এ জন্যই কোন আরেফ এটি অতিক্রম করতে পারে না। এই অসীম মারেফাতের ময়দানে মুরীদ তার আপন মুর্শীদের অনুসরণ-অনুকরণে চলবে। তবে উক্ত মুর্শীদ পর্যন্ত পৌছা সম্ভব নয়। কেননা মুর্শীদেরও যথাযথ নিয়মে পদোন্নতি হতেই চলেছে।

হযরত সৈয়্যদুনা গাউছুল আ'যম রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু অত্র ক্বাসিদায় সমস্ত আকতাবদের পদোন্নতির কথা বলেছেন যদিওবা বর্তমান পদ মর্যাদা সর্বশেষ পদবী বুঝিয়েছেন। তা তিনি প্রকাশ করতে চান নি। যদিওবা তিনি তাঁর ধারণা মতে আপনকে পরিপূর্ণ বুঝিয়েছেন। আর এটি ধারণা করা যে, এর উপর আর কোন স্তর নেই, তবে এ ধারনাটা যথাযথ নয়। কেননা নৈকট্যের স্তরের সীমা নেই। আর তোমরা সকল আমার

পদ মর্যাদার অনেক নিচে। অতএব আমার অনুসরণে আরো বেশী চেষ্টা করা আবশ্যক যাতে উন্নতি লাভ করতে পার।

ক্বাসিদা নং- ০৭

اَنَا فِیْ حَضْرَةِ التَّقْرِیْبِ وَحْدِیْ

یُصَرِّفُنِیْ وَحَسْبِیْ ذُوالْجَلَالِ

উচ্চারণ: আনা ফী হাজরাতিত্তাক্বরীবি ওয়াহ্দী

ইয়ুসার্‌রিফুনী ওয়া হাস্‌বী যুল জালা-লী।

অর্থ: আমি আল্লাহর দরবারে বিশেষ সান্নিধ্য লাভের ক্ষেত্রে একক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাকে এক স্তর হতে অন্য স্তরে উন্নীত করে থাকেন। যেমনটি ইচ্ছা এক স্তর হতে অপর স্তরে বিবর্তন ঘটিয়ে থাকেন। আর মহিমান্বিত ও সর্বশক্তিমান আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট।

ব্যাখ্যা: অত্র ক্বাসিদায় تقریب দ্বারা একটি منزل তথা পদ মর্যাদার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ تقریب ও একটি منزل এর নাম। যখন আল্লাহ পাক সুবহানাহু তা'লার تقریب তথা নৈকট্যের কোন সীমা নাই, তবে নৈকট্যের ময়দানে মুর্শীদ উক্ত পদবীতে হওয়া আবশ্যকীয়, যার স্তরে অন্য কেউ হয় না। যেমনিভাবে সেনাপতি সৈন্য গণের আগে আগে চলতে থাকে আর সৈন্যগণ তার পিছনে থাকে, কাজেই সেনাপতির ক্ষেত্রে একথা বলা হয় যে, তিনি প্রতিটি কদমে একক ও অদ্বিতীয়। অন্য কেউ তার এই সমপর্যায়ের নয়। এই উপমাই মারেফাতে تقریب স্তর।

হযরত আবদুল কাদের রাদ্বি আল্লাহু আনহু এই মারেফাতের

ময়দানের সন্ধানদাতা ও পথ নির্দেশক। মুরীদের অগ্রভাগে চলে থাকেন। এই জন্যই তিনি প্রতিটি কদমের উপর অদ্বিতীয় ও একক। অর্থাৎ তিনি বলেন যে, আমি আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে একক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ পাক আমাকে অপরাপর অলীদের উপর সুউচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। আল্লাহ পাক আপন ফয়েজ ও শিক্ষার মাধ্যমে প্রতিটি মুহূর্তে উচ্চ মর্যাদা দিয়েই চলেছেন। আমি আল্লাহর বান্দাদেরকে তাঁর নৈকট্য লাভে এবং সেই হেদায়ত ও পথের দিকে ধাবিত করার ক্ষেত্রে বিশেষ শক্তি রাখি। আল্লাহর পক্ষ হতে এই মহান অনুগ্রহই আমার জন্য যথেষ্ট।

ক্বাসিদা নং- ০৮

اَنَا الْبَازِیُ اَشْهَبُ كُلَّ شَیْخٍ

وَمَنْ ذَافِی الرِّجَالِ اُعْطِی مِثَالِ

উচ্চারণ: আনাল বা-যিইইয়ু আশহাবু কুল্লা শ্যায়খিন

ওয়া মান যা-ফিররিজা-লি উ'তিয়মিসা-লী।

অর্থ: আমি সকল অলী-আল্লাহর উপর প্রভাবশালী ও বিজয়ী, যেমনিভাবে সাদা-কালো পালক বিশিষ্ট শাহবাজ পাখি সকল পাখিদের মধ্যে বিজয়ী। তেমনিভাবে আমি সকল মাশায়েখদের উপর বিজয়ী। আমাকে দেখান যে, আ'রেফদের মধ্যে আমার সম মর্যাদা অন্য কাউকে দান করেছেন।

ব্যাখ্যা: যেমনিভাবে বাজ আশহাব তথা সাদা-কালো পালক বিশিষ্ট বাজ পাখি সকল জন্তুর উপর বিজয়ী হয়ে থাকে, তেমনি ভাবে আমি সকল অলী আল্লাহর উপর বিজয়ী। আরেফদেরকে বাজ আশহাব দ্বারা উপমা দেওয়া এটি একটি খুবই সুক্ষ্ম উপমা। যেমনিভাবে বাজ পাখি আসমানের উপর চক্কর দিয়ে থাকে, তেমনিভাবে আরেফগণও মারেফতের স্তর অতিক্রম করে থাকে। এতে নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ উদ্দেশ্য।

তাছাড়া অপরাপর আউলিয়াল্লাহদেরকে উচ্চ মর্যাদা অর্জনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা যে, যেই স্তর ও মর্তবাকে তিনি সর্বশেষ স্তর বলে ধারণা করেছে এর উপর আরো পদবী ও স্তর রয়েছে। যেমনিভাবে বাজ্ পাখি ঊর্ধ্বকাশে বিচরণ করতেছে, তেমনিভাবে আমি আরশ পর্যন্ত ভ্রমণ ও বিচরণ করে আল্লাহর গুপ্ত রহস্য অনুধাবনের ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জনের পরিবেশ তৈরী করেছি। বাজ পাখির সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ শক্তি এমন একটি বৈশিষ্ট্য ও গুণ যা শারীরিক ও আধ্যাত্মিক ফজিলত ও মর্যাদাকে প্রমাণিত করে। অতএব তিনি এই ক্বাসিদায় বাজ পাখির কথা বর্ণনা করে সকল মাশায়েখদের উপর তাঁর আপন পথ-মর্যাদা ও ফজিলতের বিকাশ করেছেন। এই সম-মর্যাদায় আর কেউ নাই। যেমনিভাবে তিনি সুউচ্চ মর্তবা ও স্তর প্রাপ্ত হয়েছেন। এটি সুফীয়ায়ে কেরামদের দৃষ্টিতে শেখ কিংবা ছালেক যারা শরীয়তের অনুকরণের মাধ্যমে হাকীকতের উচ্চ মর্তবায় সমাসীন হয়। আর ফানার স্তর হতে বা'কার স্তরে উপনীত হয়।

ক্বাসিদা নং- ০৯

كَسَانِىْ خِلْعَةً بِطَرَازِ عَزْمٍ

وَتَوَّجَنِىْ بِتِيْجَانِى الْكَمَالِ

উচ্চারণ: কাসা-নী খিলয়াতাম বিতারা-যি আয্‌মিন

ওয়া তাওয়াজানী বিতীজা-নিলকামা-লি।

অর্থ: আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তা'লা আমাকে যেই উদ্দেশ্যের পোষাক পরিধান করায়েছেন যাতে ইচ্ছার কারুকার্য দ্বারা অলংকৃত এবং আমার মস্তকে সমস্ত পরিপূর্ণতার মুকুট তথা তাজ রেখেছেন।

ব্যাখ্যা: মহান প্রভূর করুণা ও মেহেরবাণীর বিস্তারিত বর্ণনা যা হুজুর সরকারে গাউছে পাক রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহুকে দান করেছেন।

"عـــــزم" একটি শক্তি ও ক্ষমতার নাম, যার দ্বারা মারেফাতের স্তর অতিক্রম করার ক্ষেত্রে আরেফগণ ক্লান্ত ও পরাজিত হয় না। পবিত্র কোরআন শরীফে রয়েছে; فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ অর্থাৎ যখন তোমরা সংকল্প ও ইচ্ছা করবে তখন আল্লাহ তা'লার উপর ভরসা কর। হুজুর গাউছে পাক রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু বলেন; আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাকে মারেফাতের সেই শাহী পোশাক দান করেছেন যার প্রান্তস্থিতে ইচ্ছার বুটি ও নকশা দ্বারা অলংকৃত। আমার ইচ্ছা ও নিয়তের মধ্যে কখনো পদস্খলন ও পদচ্যুতি হয় না। আর তেমনিভাবে আমাকে প্রতিটি তরিকার বেলায়াতের পরিপূর্ণ তাজ দান করেছেন। এই নিরিখে বলা যায় সকল তরিকতের পরিপূর্ণতার মুকুট তার মস্তক মোবারকের উপর

উজ্জল্যমান। অর্থাৎ তাঁর উপর আল্লাহর করুণা ও মেহেরবাণীর কোন সীমারেখা নাই এবং এর কোন শেষ ও সমাপ্তিও নাই। এখানে কামাল তথা পরিপূর্ণতা বলতে উদ্দেশ্য সেই বিজয় ও পদোন্নতি যা হুজুর গাউছে পাক (রা:)কে অপরাপর সকল অলীদের উপর দান করেছেন। অর্থাৎ সেই পরিপূর্ণতার মুকুট যার বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে। তাঁকে হুজুর সৈয়্যদুল কাওনাইন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র পরিপূর্ণতার প্রতিচ্ছবি এবং অনুগত বানানোর যেই সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন যা অলী আল্লাহদের মধ্যে বাদশাহ ও সুলতানের তাজ ও মুকুট। এই রাজকীয় তাজ ও পোষাক নি:সন্দেহে তাঁর মস্তকে স্বতন্ত্রভাব শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব ও খ্যাতিমান।

ক্বাসিদা নং-১০

وَاَطْلَعَنِىْ عَلٰى سِرٍّ قَدِيْمٍ

وَقَلَّدَنِىْ وَاَعْطَانِىْ سُؤَالِ

উচ্চারণ: ওয়া আত্‌লায়নী আলা-সির্‌রিন ক্বাদীমিন

ওয়া ক্বাল্লাদানী ওয়া আ'তা-নী সুয়া-লী।

অর্থ: আল্লাহ পাক সুবহানাহু তা'লা আমাকে চিরস্থায়ী ও আদি অন্তর্নিহিত রহস্যের উপর অবহিত করেছেন এবং আমার গলায় সন্তুষ্টি ও সম্মানের মালা পরিধান করেছেন। আর যা কিছু আমি চেয়েছি তা আমাকে দিয়েছেন।

ব্যাখ্যা: سرقديم তথা চিরস্থায়ী অন্তর্নিহিত রহস্য বলতে কোরআনের গোপন ভেদ কিংবা হায়াত ও মৃত্যুর রহস্য কিংবা علم غيب তথা অদৃশ্যের জ্ঞান (সেই ধাপ ও সীমা পর্যন্ত যা আল্লাহ পাক তাঁকে দান করেছেন) কিংবা اسم اعظم তথা সম্মানসূচক বিশেষ্য উদ্দেশ্য। কেননা سرقديم অর্জন করার জন্য সন্তুষ্টি, আত্মসমর্পন ও ধৈর্য্য আবশ্যক। এই জন্যই আল্লাহ পাক প্রথম থেকেই সন্তুষ্টি, আত্মসমর্পন ধৈর্য্য ও ধারণ ক্ষমতার অবয়ব ও গঠন আকৃতি আমার কণ্ঠে ঢেলে দিয়েছেন। যেহেতু سرقديم সকল امر তথা হুকুমের সমষ্টি। এই জন্যই তিনি এ কথা বলেছেন যে, যা কিছু আমি আল্লাহ জাল্লা শানুহুর নিকট প্রার্থনা করেছি তা আমার ক্ষেত্রে অর্জিত হয়েছে অর্থাৎ তা আমি প্রাপ্ত হয়েছি। আল্লাহ তা'লার প্রেম-ভালবাসাই আমাকে সার্বজনীন রহস্য, মারেফাত, কোরআনে পাকের গোপনভেদ এবং আল্লাহ পাকের বাণী হও বলার সাথে সাথে হয়ে যাওয়া যা আউলিয়া আল্লাহদের মধ্যে উক্ত গুণ ও সিফাতে পরিপূর্ণ হওয়ার পর আল্লাহর সেই সিফাত অর্জন হয়। ইজ্জত-সম্মান ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের মালা পরিধান করায়েছেন। এই ধারাবাহিকতায় আমি যা কিছু প্রার্থনা করেছি তা আমাকে দান করেছেন।

ক্বাসিদা নং-১১

وَوَلَّانِىْ عَلَى الْاَقْطَابِ جَمْعًا

فَحُكْمِىْ نَافِذٌ فِىْ كُلِّ حَالٍ

উচ্চারণ: ওয়া ওয়াল্লা-নী আলাল আক্বতা-বি জাম্য়ান

ফাহুকমী না-ফিযুন ফী কুল্লি হা-লী।

অর্থ: আল্লাহ জাল্লা মাজদুহু আমাকে সকল আকতাবদের উপর নেতৃত্ব দানকারী বানিয়েছেন। সুতরাং আমার হুকুম ও আজ্ঞা সর্বাবস্থায় কার্যকর ও বিরাজমান।

ব্যাখ্যা: যখন হুজুর সরকারে গাউছে পাক (রা:)কে سرقديم তথা চিরস্থায়ী অন্তর্নিহিত রহস্য সম্পর্কে অবহিত করেছেন, তবে এর ফলাফলে এটি অপরিহার্য হয়েছে যে, তিনি সকল আকতাবদের সরদার এবং তাঁর হুকুম ও আজ্ঞা সর্বদা বিরাজমান, কেননা سرقديم এর জ্ঞান যাকে দান করা হয়, তাঁর হুকুমত ও হুকুম পক্ষান্তরে আল্লাহর হুকুম হিসাবে চিরন্তন ও সর্বদা বিরাজমান থাকবে। দুনিয়াবী বাদশাহদের রাজত্ব ও হুকুমত এবং অপরাপর আমীরগণের হুকুমের ন্যায়। سرقديم প্রাপ্ত হাকেমদের ক্ষমতা ক্ষয় ও অবসান হবে না। অর্থাৎ তাঁদের হুকুমত সর্বদা বিরাজমান।

সরকারে গাউছে পাক (রা:) এরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তা'লা তাঁর একান্ত অসীম রহমত ও মেহেরবাণীতে আমাকে সকল কুতুবদের উপর হাকেম বানিয়ে আমার হুকুম দুনিয়াবী হায়াতের পর রাত হউক কিংবা দিন সর্বদা বিরাজমান করে দিয়েছেন।

فحکمی نافذ فی کل حالٍ قول ہے تیرا

بدل دے میرے حال زاری یا محبوب سبحانی

আউলিয়ায়ে কেরামদের বিভিন্ন স্তর ও পদ-মর্যাদা রয়েছে, তন্মধ্যে একটি পদ-মর্যাদা হচ্ছে কুতুব। এটি বর্ণনা করে সকল অলী আল্লাহ উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। আওতাদ, আবদাল, নোকবা, নোজবা ইত্যাদি।

কুতুবকে এই জন্যই সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, সুফী, পরহেজগার এবং শরীয়তে মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র অনুসরণ-অনুকরণকারী অর্থাৎ কোরআন, সুন্নাহর অনুযায়ী আপন জীবন অতিবাহিত করে। এক কথায় যারা শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ অনুসারী, তারাই কুতুব। আর পদ-মর্যাদা ইবাদত-রিয়াজত, মোশাহেদা এবং ইশকে মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র বদৌলতে অর্জিত হয়ে থাকে।

যখন কোন অলী এই পদ-পর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয় তখন তার নিকট হতে কুফর, শিরক, যাবতীয় বেদআত, গোমরাহী, পদ ভ্রষ্টতার অন্ধকার এমনভাবে দূরীভূত হয়ে যায়, যেমনিভাবে সূর্য্যের আলোকরশ্মি দ্বারা দুনিয়ার অন্ধকার দূরীভূত হয়ে আলোক উজ্জ্বল হয়ে যায়। এই জন্যই কুতুব যিনি হন গাউছও তিনি। কখনো কুতুবগণ বাদশাহর আসনে সমাসীন হয়ে থাকেন। যেমন- হযরত ওমর বিন আবদুল আজিজ এবং বাদশাহ আলমগীর প্রমূখ।

ক্বাসিদা নং- ১২

وَلَوْ اَلْقَيْتُ سِرِّىْ فِىْ بِحَارٍ

لَصَارَ الْكُلّ غَوْرًا فِى زَوَالٍ

উচ্চারণ: ওয়া লাও আলক্বাইতু সির্‌রী ফী বিহা-রিন

লাসা-রালকুল্ল গাওরান ফী যাওয়া-লী।

অর্থ: আমি যদি আমার ভেদ সাগর সমূহে ঢেলে দেই, তাহলে সাগরের পানি জমীনে শোষিত হয়ে যাবে এবং এর নাম নিশানা পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে না।

ব্যাখ্যা: উক্ত سـرقـديـم তথা চিরস্থায়ী অন্তর্নিহিত রহস্যের প্রভাব হচ্ছে- যদি আমি এটিকে সাগর সমূহে ঢেলে দেই, তাহলে সাগরের পানি জমীনে শোষিত হয়ে শুকনা হয়ে যাবে এবং এর নাম নিশানা পর্যন্ত আর অবশিষ্ট থাকবে না।

সৈয়্যদুনা মহিউদ্দীন জিলানী (রা:) বলেন; যদি আমি আল্লাহ তা'লার দানকৃত এই শক্তি এবং গুপ্ত ভেদের লক্ষ্য দৃষ্টিকে সাগর সমূহে ঢেলে দেই, তাহলে সাগর সমূহের পানি জমীনে শোষিত হয়ে অস্তিত্বহীন ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়ে যায়। যদি আমি আমার অলৌকিক শক্তি তথা কারামতের বিকাশ করতাম তাহলে এটি হযরত সৈয়্যদুনা মুসা আলাইহিস্‌সালামের সেই মো'জেযা যেমনটি নীল নদীর পানি শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল। অনুরূপ আমার কারামত বিকাশের পর হত।

ক্বাসিদা নং-১৩

وَلَوْ اَلْقَيْتُ سِرِّىْ فِىْ جِبَالٍ

لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ

উচ্চারণ: ওয়া লাও আলক্বাইতু সিররী ফী জিবা-লিন

লাদুক্কাত ওয়াখ্‌তাফাত বায়নার রিমালী।

অর্থ: আর যদি আমার ভেদ পর্বত সমূহে নিক্ষেপ করি, তাহলে সব পর্বত টুকরো টুকরো হয়ে বালির মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে, এটি আর বালির মধ্যে পার্থক্য থাকবে না।

ব্যাখ্যা: পর্বত এত বড় ও বিশাল হওয়া সত্ত্বেও উক্ত গুপ্তভেদ নিক্ষিপ্ত

হওয়ার প্রভাবে খন্ড খন্ড এবং বালি রাশির ন্যায় মিলিত হয়ে অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে এবং মুহূর্তের মধ্যে দৃষ্টি শক্তির অন্তরাল হয়ে যাবে।

উক্ত ক্বাসিদায় এই কথা প্রতীমান হয় যে, মীর মহিউদ্দীন (রা.) এর দেহ ও সত্ত্বা ফানা ফিল্লাহ যাকে ফানা ফীজ্জাত বলে, অনুরূপ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর ماسواء واجب الوجود তথা কেবল মাত্র অবিনশ্বর সত্তা ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। এই জন্যই তাঁর পবিত্র জবান দ্বারা উক্ত শব্দ নির্গত হয়েছে যে, যদি আমি এই রহস্যপূর্ণ ভেদকে যা মহান বারী তা'লার পক্ষ হতে দানকৃত স্বতন্ত্র শক্তি প্রাপ্ত হয়েছি। তা পর্বত সমূহে নিক্ষেপ করি তাহলে পর্বত সমূহ ভয় ও ধারণ ক্ষমতা অক্ষমতার কারণে টুকরো টুকরো হয়ে বালু রাশির মধ্যে এমন ভাবে বিলুপ্ত হয়ে যাবে যেন এটি আর বালুর মধ্যে পার্থক্য থাকবে না অর্থাৎ পর্বতের অস্তিত্ব অবশিষ্ট ছিল বলে মনে হবে না।

উক্ত ক্বাসিদায় سرّ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য সেই نورايمان তথা ঈমানের আলোকোজ্জ্বল্য যা মানুষের অন্তরে থাকে। যদি এটি আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর জালালিয়াতের সাক্ষী স্বরূপ হয়। তাহলে উক্ত জালালিয়াতের আলোক রশ্মি দ্বারা পর্বত তার আপন স্থান ও স্তর হতে ধূলি রাশি হয়ে জমীনের সাথে সংমিশ্রিত হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, উক্ত ক্বাসিদার মধ্যে আপন অস্তিত্ব এবং আমলকে কেবলমাত্র বস্তুহীন আকৃতিতে প্রকাশ করেছেন। এখানে جبال শব্দটি দ্বারা মানুষের কঠিন ও পাথর সাদৃশ অন্তরও উদ্দেশ্য হতে পারে।

সারকথা হচ্ছে এই যে, তিনি এরশাদ করেছেন, যদি আমি অস্বীকারকারী এবং অহংকারী যার অন্তর কঠিন পাথরে পরিণত হয়ে গেছে তাদের দিকে আমার রহস্যময় দৃষ্টি দিই, তখন তাদের অন্তর যে কুফরী পাথর সাদৃশ্য হয়ে গেছে তা টুকরো টুকরো হয়ে বালু রাশি হয়ে যাবে। তাঁর সিনা মোবারক আল্লাহ তা'লার নূর তথা আলোকোজ্জ্বল দ্বারা

উজ্জলিত ও আলোকিত। এই জন্যই তিনি নিম্নোক্ত আয়াতে করীমার দিকে সূক্ষ্ম ইশারা করে বলেন;

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهٗ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ

অর্থ: (যদি আমি এ কোরআনকে পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম, নিশ্চয় আপনি পাহাড়কে খোদার ভয়ে বিনয়ী চৌচির অবস্থায় দেখতেন।)

ক্বাসিদা নং- ১৪

وَلَوْ اَلْقَيْتُ سِرِّىْ فَوْقَ نَارٍ

لَخَمدَتْ وَانْطَفَتْ مِنْ سرّ حَالِ

উচ্চারণ: ওয়া লাও আলক্বাইতু সির্‌রী ফাওক্বা না-রিন

লাখামদাত ওয়ান্‌তাফাত মিন সির্‌রি হা-লী।

অর্থ: আর আমি যদি আমার ভেদ আগুণের উপর বিকাশ করি তাহলে উক্ত আগুন আমার ভেদের প্রভাবে নিভে গিয়ে সম্পূর্ণরূপে ঠান্ডা হয়ে যাবে, এর নাম নিশানা পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে না। অর্থাৎ আমার রহস্যময় ভেদে আগুন নিভে গিয়ে, উক্ত আগুনের ক্ষমতা পর্যন্ত অক্ষম ও অকার্যকর হয়ে যাবে।

ব্যাখ্যা: যখন আরেফ বিল্লাহ তথা খোদাপ্রেমিক অলীগণ কোন স্তর

কিংবা পদবী অতিক্রম করে স্বাদ অর্জন করে তখন ঐ স্তরই তার অবস্থান এবং উক্ত স্তরে যেই শক্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে ঐটিই হচ্ছে তাঁর ভেদ। এই শক্তি কিংবা ভেদ দ্বারা খোদাপ্রেমিক আরেফগণ সাগরকে শুকনা এবং আগুনকে ঠান্ডা আর পাহাড়-পর্বতকে পেষণ ও বিনাশ করে আল্লাহর হুকুমে বালি রাশিতে পরিণত করে দেয়।

অতীত কালের শেষ এবং ভবিষ্যতকালের সূচনা ও প্রারম্ভকে حال বলা হয়ে থাকে। আর আহলুল্লাহ তথা আরেফীনদের দৃষ্টিতে মা'রেফাতে ইলাহীর নূর ফয়েজ প্রাপ্ত হয়ে যে দিল বা অন্তর মোনাওয়ার ও আলোকিত হওয়ার অবস্থাকেই حال বলা হয়।

مقام আল্লাহ জাল্লা মাজদহুর দয়া-মেহেরবানীর আলোকরশ্মির পর্যাপ্ত ছায়া অন্তরে পতিত হয় এবং অন্তর এই নূরে ইলাহীর প্রতিচ্ছবিকে সর্বদা জাগ্রত ও বিদ্যমান করে নেয়। এই প্রকৃত ধ্যানের একটি অংশ হয়ে যায়। এই অবস্থার এবং স্তরকে مقام বলা হয়।

মাকামিয়াত অবস্থায় মানুষ এই নূরের প্রকৃত ধ্যানকে স্বতন্ত্র পন্থায় স্থীর করে থাকে। ছরকারে গাউছে ছমদানী বলেন- যদি আমি আমার ক্ষমতা ও শক্তি দ্বারা আপন দৃষ্টি ও ভেদ আগুনের উপর নিক্ষেপ করি তাহলে উক্ত আগুনকে নিমিষে ঠান্ডা ও শীতল করে দেয় এবং তা এমন অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে যে, এর নাম নিশানা পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে না। এটি এজন্যই হয়ে থাকে যে, আল্লাহ তা'লা আমাকে যে শক্তি ও ক্ষমতা দান করেছেন যা সর্বদা বিরাজমান।

তাঁকে আল্লাহর কুদরতের সোপানে শক্তি দান করেন অর্থাৎ তিনি প্রাথমিক শক্তি দ্বারা আগুনকে নি:শেষ করে দেন।

مقام এর স্তর যা সর্বশেষ স্তরের হয় এই শক্তিকে কর্মক্ষেত্রে বিকাশ করার আবশ্যকতা পড়ে না।

পবিত্র কোরআন শরীফে আগুন ঠান্ডা হওয়ার বর্ণনা রয়েছে। যদি প্রচন্ড গরম মুহূর্তের মধ্যে ঠান্ডায় পরিবর্তিত হয়ে যায় তাহলে সেটিও মানুষের জীবনে অস্থিরতা ও উদ্বিগ্ন সৃষ্টি করে এবং এটি এভাবে ক্ষতিকর যা ধ্বংসের কারণ হবে।

সুতরাং যখন আগুন ঠান্ডা হওয়ার নির্দেশ হল তখন এভাবে ঠান্ডা হয়েছে যা শান্তি ও আরামের কারণ হয় এবং কোন প্রকার কষ্টদায়ক না হয়। কোরআনে পাকে এরশাদ করেছেন;

قُلْنَا يَانَارُ كُوْنِىْ بَرْدًاوَّ سَلَامًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ

অর্থ: আমি বল্লাম, হে আগুন! তুমি হযরত ইব্রাহিম (আ:) এর উপর ঠান্ডা ও প্রশান্তিময় হয়ে যাও।

শয়তান ইবলিস প্রকৃত খালেকের সামনে তার সৃষ্টির উচ্চ মর্যাদার কথা দাবী করতে গিয়ে বলল;

خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَ خَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ

অর্থ: আপনি আমাকে আগুন থেকে, তাঁকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন।

আর শয়তান মানব সন্তানকে সহজ-সরল তথা দ্বীন ইসলাম হতে দূরে রাখার জন্য সর্বদা লিপ্ত। তার এটি কোন অবস্থাতে সহনীয় নয় যে, কোন ব্যক্তি প্রকৃত ইশকের স্তর অতিক্রম করতে দেখে তৎক্ষাণাত সে মা'রেফাতে ইলাহী সন্ধানী ব্যক্তিকে এই পথ হতে দূরে সরে রাখার জন্য তার সমস্ত শক্তি ও হাতিয়ার ব্যবহার করে থাকে। যার মধ্যে একটি হচ্ছে অগ্নী শক্তি, যার মাধ্যমে উক্ত মা'রেফাতে ইলাহী সন্ধানী ব্যক্তিকে নিম্ন স্তরে নিক্ষিপ্ত করে।

তিনি বলেন; আশেকদের উচিত ইশক সন্ধানের প্রাথমিক পর্যায়ে ঔদ্ধত্য ও অস্থির না হয়ে বরং তার জ্ঞাত হওয়া উচিত যদি আমি আমার ধ্যান আগুণের উপর নিক্ষেপ করি তাহলে আগুন এমন ভাবে নিভে যাবে যে, এর নাম নিশানা পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে না।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) এরশাদ করেছেন যে, মো'মেন যখন দোযখের উপর পুলসিরাত অতিক্রম করবে তখন দোযখ চিৎকার করে বলবে- হে মো'মেন! তাড়াতাড়ি অতিক্রম কর, তোমার ঈমানী তেজদীপ্ত আলোকরশ্মি আমার আগুণকে ঠান্ডা করে দিচ্ছে। নি:সন্দেহে একজন ঈমানদার ব্যক্তির দ্বারা দোযখের অবস্থা এমন হয় তাহলে হযরত সৈয়্যদুনা শাইখ আবদুল কাদের জিলানী (রা.) এর শক্তি যা রাব্বুল আলামীনের দানকৃত এর দ্বারা দোযখের আগুন অবশ্যই ঠান্ডা ও শীতল হয়ে যাবে।

ক্বাসিদা নং- ১৫

وَلَوْ اَلْقَيْتُ سِرِّىْ فَوْقَ مَيْتٍ

لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلٰى تَعَالٰى

উচ্চারণ: ওয়া লাও আলক্বাইতু সির্‌রী ফাওকা মাইতিন

লাক্বা-মা বিকুদরাতিল মাওলা-তায়া-লী।

অর্থ: আর যদি আমার ভেদ অর্থাৎ আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তা'লা কর্তৃক দানকৃত গোপন রহস্য মৃতের উপর রাখি, তাহলে সে আল্লাহ তা'লার কুদরতে নিমিষে উঠে দাঁড়াবে।

ব্যাখ্যা: উক্ত ভেদের এমন প্রভাব যে, মৃত পর্যন্ত জীবিত হয়ে চলা ফেরা করতে থাকবে। মাজাহেরে কায়েনাত তথা বিশ্বজগত প্রকাশের ক্ষেত্রে দু'টি বড় বস্তু হচ্ছে- আগুন ও পানি। আর জমীনে সবচেয়ে বড় আকৃতি হচ্ছে পাহাড়। মৃতকে জীবিত করা কার্য্যত: অসম্ভব। তবে سرقديم তথা চিরস্থায়ী অন্তর্নিহিত রহস্যের প্রভাব এর উপর বিজয়ী ও প্রভাবিত। কোরআন মজীদে এই সমস্ত বস্তুর উল্লেখ রয়েছে। যখন কাফেরগণ হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্‌সালামকে আগুনে নিক্ষেপ করেছিল, তখন আল্লাহর হুকুমে আগুন ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। হযরত মুসা আলাইহিস্‌সালাম এর তৎকালীন সময়ে সাগর শুকনো হয়ে গিয়েছিল। কয়েকটি পাহাড় উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল এবং এগুলোর কোন চিহ্ন অবশিষ্ট ছিল না। হযরত সৈয়্যদুনা ঈসা আলাইহিস্‌সালাম আল্লাহ তা'লার কুদরতে মৃতকে যিন্দা করেছেন।

হযরত সৈয়্যদুনা গাউছুল আ'যম (রহ.) উক্ত ক্বাসিদায় আপন দৃষ্টি শক্তি, যা আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত দান করেছেন তা দ্বারা মৃতকে যিন্দা করার কথা ঘোষণা করেছেন। তাঁর এই ঘোষণা সৈয়্যদুনা হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্‌সালাম এবং হযরত সৈয়্যদুনা ঈসা আলাইহিস্‌সালামের নবুয়তের মো'জেযা সমূহের প্রতিচ্ছবি। সৈয়্যদুনা ইব্রাহীম আলাইহিস্‌সালাম আল্লাহ তা'লার হুকুমে পাখীর ক্বিমা তথা গোশতের ছোট ছোট টুকরোগুলো স্বংমিশ্রণ করে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছিটানোর পর এই গুলোকে আহ্বান করার সাথে সাথে তা যিন্দা হয়ে উড়তে লাগল। সৈয়্যদুনা ঈসা আলাইহিস্‌সালাম আল্লাহর হুকুমে মৃতকে যিন্দা করতেন। হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা)'র উম্মতের আউলিয়া কেরামকে অনুরূপ কারামত দান করেছেন যেমনি ভাবে পূর্ববর্তী নবীগণকে মো'জেযা হিসাবে দান করা হয়েছিল।

হযরত শাইখ আবদুল কাদের রহমাতুল্লাহে আলাইহে হতে মৃতকে

যিন্দা করার কারামত বিকাশ হওয়া এটি কোন অবাস্তব ও অসম্ভব হওয়ার কথা নয়। এটি মৃত অন্তরকে যিন্দা করাও উদ্দেশ্য হতে পারে।

বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে ভূগোল বিশেষজ্ঞদের দ্বারাও প্রমাণিত যে, কয়েকটি সাগর শুকনো এবং অগ্নি কুন্ডুলী ঠান্ডা আর কয়েকটি পর্বতের বিকাশ হয়েই জমীনে গোপন হয়ে যাওয়ার।

সর্বাবস্থায় এই সমস্ত কিছু করা সম্ভব এবং আল্লাহর হুকুমে এর অবস্থা পরিবর্তন হয়ে থাকে। ছরকারে গাউছে আ'যম (রহ.) উক্ত ক্বাসিদার শেষাংশে যে শর্ত আরোপ করেছেন, لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلٰى تَعَالٰى

সাগর শুকনো হওয়া, পর্বত বালি রাশিতে রূপান্তরিত হওয়া, অগ্নিকুন্ডলী ঠান্ডা হয়ে যাওয়া এবং মৃত যিন্দা হওয়া এ সমস্ত কিছুই আল্লাহর কুদরতের বহি:প্রকাশ। এর প্রকৃত সম্পাদনকারী আল্লাহ জাল্লা শানুহু।

گفتہ او گفتہ اللہ بود

گرچہ از حلقوم عبداللہ بود

উচ্চারণ: গুফ্তাহ উ-গুফ্তাহ আল্লাহু বুয়াদ

গর্‌ছে আজ্ হল্‌কুমে আবদুল্লাহ্ বুয়াদ।

অর্থ: প্রকৃত পক্ষে তার বলাটা হচ্ছে আল্লাহ তা'লার বলা, যদিওবা তা আল্লাহর বান্দার কণ্ঠনালী হতে বের হয়।

আল্লাহ তা'লার অসীম কুদরত ও হুকুমে অসম্ভবকে সম্ভবে পরিবর্তন করে দেয়।

اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থ: নিশ্চয় তিনিই সবকিছুর উপর (যাহা চায়) ক্ষমতাধর।

ক্বাসিদা নং- ১৬

وَمَا مِنْهَا شُهُوْرٌ اَوْ دُهُوْرٌ

تَمُرُّ وَتَنْقَضِىْ اِلَّا اَتَالِ

উচ্চারণ: ওয়া মা-মিনহা শুহূরুন আও দুহুরুন

তামুর্‌রু ওয়া তান্‌ক্বাজী ইল্লা-আতা-লী।

অর্থ: হে কারামত অস্বীকারকারী ঝগড়া পরিহার কর। প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে এই যে, মাস ও কাল যা অতিবাহিত হয়েছে ও হচ্ছে। এমন কোন মাস ও কাল নাই যা আমার নিকট আসেনা, অবশ্যই আসে।

ব্যাখ্যা: তিনি কারামত অস্বীকার কারীদেরকে সতর্ক ও হুঁশিয়ারী এবং সাবধান করেছেন। আর তাঁর আপন জ্ঞানের ব্যাপকতা ও গভীরতা বর্ণনা করে বলেন; যা কিছু মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন তাঁর উপর প্রদান করেছেন।

تمرتنقضى، ياتى، يجرى দ্বারা অতীতকাল ও ভবিষ্যতকাল উভয় কালের অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া হতে পারে যা অতীত হয়ে গেছে তা পুনরায় ফিরে এসে অতীতকালের ঘটনাবলী আর ভবিষ্যতে যা ঘটবে অর্থাৎ ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী তার নিকট বিস্তারিত বর্ণনা করে থাকে।

কাজেই যেখানে আল্লাহর নেয়ামতের এহেন ব্যাপকতা রয়েছে তাতে অস্বীকারকারীগণ এর উপর নিরবতা ও এটিকে গ্রহণ করার বিকল্প নাই। কেননা আগে-পরের সকল জ্ঞান রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা)'র পরিপূর্ণ অনুসরণের কারণে অর্জিত হয়েছে।

হুজুর সৈয়্যদুনা গাউছে পাক (রা.) বলেন; অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকালের জ্ঞান আমার নিকট সুস্পষ্ট, যা বছর, মাস, যুগ আমার নিকট উপস্থিত হয়ে আমাকে অবহিত করে থাকে।

ক্বাসিদা নং-১৭

وَتُخْبِرُنِىْ بِمَايَاْتِىْ وَيَجْرِىْ

وَتُعْلِمُنِىْ فَاَقْصِرْ عَنْ جِدَالِ

উচ্চারণ: ওয়া তুখ্‌বিরুনী বিমা-ইয়া'তী ওয়া ইয়াজ্‌রী

ওয়া তু'লিমুনী ফাআক্বসির আন জাদা-লী।

অর্থ: এবং আমাকে অতীত ও ভবিষ্যতকালের ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত ও খবর দেওয়া হয়। হে কারামত অস্বীকারকারী তোমরা ঝগড়া-বিবাদ পরিহার ও সংবরণ কর।

ব্যাখ্যা: পূর্ববর্তী ক্বাসিদা ও আলোচ্য ক্বাসিদা দু'টিরই মাফহুম ও উদ্দেশ্য মূলত: এক ও অভিন্ন। হুজুর সরকারে গাউছে পাক (রা.) এরশাদ করেন- হে কারামত অস্বীকারকারী যদি আমার নিকট অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকালের জ্ঞান বিদ্যমান, তাহলে তোমরা কেন খামাখা একগুয়েমী ও বিরোধীতা আরম্ভ করে চলেছ। এ ধরণের অভ্যাস পরিহার করে বাস্তবতার দিকে ফিরে আস।

জ্ঞাতব্য যে, নবী আলাইহিমুস্‌সালামের মো'জেযা এবং অলীগণের কারামত সত্য ও বরহক্ব। যার ইহাতাহ তথা আয়ত্বে আনা অসম্ভব। আর

যা জ্ঞান ও আকলের বেষ্টনীতে আসবে তা মো'জেযা ও কারামত কেমন করে হবে?

ক্বাসিদা নং- ১৮

مُرِيْدِىْ هِمْ وَطِبْ وَاشْطَحْ وَغَنِّ

وَافْعَلْ مَاتَشَاءُ فَالْاِسْمُ عَالِ

উচ্চারণ: মুরীদী হিম ওয়া তিব ওয়াশ্‌তাহ্‌ ওয়া গান্নি

ওয়াফ্‌য়াল মা-তাশা-য়ু ফাল্‌ইসমু আ-লী।

অর্থ: হে আমার মুরীদ! আল্লাহর প্রেমে হিম্মত কর, উল্লাসিত হও, নির্ভীকতা ও স্বচ্চলতা অবলম্বন এবং যা ইচ্ছে কর। আমার নাম বুজুর্গ ও সুউচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন।

ব্যাখ্যা: উক্ত ক্বাসিদাটি খুবই জটিল। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে।

এক. تشاء ও شطح ، طب، هيمان এগুলি মা'রেফাতের পদমর্যাদা ও স্তর। তিনি মুরীদগণকে হেদায়ত করতেছেন যে, এ সমস্ত স্তর গুলো অতিক্রম কর। কেননা এই স্তরগুলো অতিক্রম করার পর মুরীদের ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছা ও মাশিয়াত হবে। এর পর স্তর ও পদমর্যাদা অতিক্রমে কোন প্রকারের পদস্খলন প্রতিবন্ধকতা হবে না। বরং দিন দিন পদ মর্যাদা হতেই থাকবে। কেননা আল্লাহর অন্যতম গুণবাচক নাম আ'লী তথা উচ্চ মর্তবা। এর প্রভাবে উচ্চ মর্যদা অর্জিত হবে, অবনতি নয়।

দুই. হযরত গাউছে পাক (রহ.) তাঁর মুরীদদেরকে বলেন যে- আল্লাহর প্রেমে বিভোর হয়ে যাও এবং যাবতীয় কষ্ট ও বালা- মুছিবতে

ধৈর্য ও সবরের মাধ্যমে খুশি ও সন্তুষ্ট থাক এবং আল্লাহর অন্তর্নিহিত গুপ্ত ভেদকে হামদ ও প্রশংসা হিসাবে বর্ণনা কর। খোদার প্রশংসা করার কারণে তোমার এহেন মর্তবা ও বুজুর্গী অর্জিত হয়ে যাবে যে তোমার কোন কর্ম ও কাজ কবুল ও গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা ও প্রশ্নের সম্মুখীন হবে না। কেননা তোমার ফে'ল ও কর্ম শরীয়তের অনুকরণীয় হবে।

তিন. হযরত গাউছে পাক (রাহ.) আপন মুরীদদেরকে আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া মেহেরবাণী দ্বারা নিজের জিম্মায় নিয়ে নিয়েছেন এবং এরশাদ করেছেন যে- তোমার যা ইচ্ছা মুখ দিয়ে তাই বল এবং যা ইচ্ছা তাই কর। আল্লাহপাক আমার নামকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, তোমাকে কোন স্থানে পদংখলন ও পদচ্যুতি করবে না।

চার. হযরত গাউছে পাক (রাহ.) আপন মুরীদদেরকে শান্তনা ও মনোতুষ্টি এবং অভয় দিয়ে বলেছেন যে- তোমরা সর্বদা ও সর্বাবস্থায় আনন্দ ও খুশিতে থাক এবং যা ইচ্ছা তা কর; কেননা তার বাইয়াত পক্ষান্তরে রাসুলে করিম রাউফুর রাহীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা)'র হাত মোবারকে হয়েছে। যেমনটি পরবর্তী ক্বাসিদায় এরশাদ করেছেন-

وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهٗ قَدَمٌ وَاِنِّیْ
عَلٰی قَدَمِ النَّبِیِّ بَدْرِ الْكَمَالِ

উচ্চারণঃ ওয়াকুল্লু ওয়ালিইন লাহু-ক্বাদামুন ওয়া-ইন্নী
আলা-ক্বাদামিন্নাবিই বাদরিলকামা-লী।

ছরকারে গাউছে পাক (রাহ.) এরশাদ করেন- হে আমার মুরীদগণ! প্রতিটি বস্তু তথা দুনিয়ার যাবতীয় ধন-সম্পদ হতে বেপরোয়া ও মুখাপেক্ষীহীন হয়ে যাওয়াই হচ্ছে পূর্বোল্লিখিত পাঁচটি স্তর পরিপূর্ণ করা এবং এই সমস্ত পদবী অতিক্রম করার ধর্মাপদেশ ও পথ নির্দেশনা দিয়েছেন।

হে আমার মুরীদগণ! সত্য অনুসন্ধান কর এবং বাস্তবতা ও প্রকৃত রহস্য উন্মোচন করার ক্ষেত্রে কারো পরোয়া কর না। সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে কেউ তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। আমার নাম সুউচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন। আমিই তোমার হেফাজতকারী ও প্রতিরক্ষক। যিনি সমস্ত কিছুকে পরিহার করে আপন ইচ্ছা ও কামনা-বাসনা ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ তা'লার সাথে সম্পর্ক করে নিয়েছে। এই জন্যই সে জ্ঞাত যে, যা কিছু হচ্ছে সবই আল্লাহ তা'লার ইচ্ছায় হচ্ছে। অন্য কারো ইচ্ছায় নয়, অতএব তাঁর ইচ্ছা শক্তি পক্ষান্তরে আল্লাহর পক্ষ হতে। তার সন্তুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণীয় হয়ে যায়। তখন উক্ত মুরীদ ماتشاؤن الا ان یشاء اللّٰہ (আল্লাহ তায়ালার চাহিদার বিপরীত কোন কিছুর ইচ্ছা করে না)-এর স্তরের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়।

হযরত গাউছে পাকের নিকট প্রশ্ন করা হয়েছে; তাঁর মুরীদ বলতে কি উদ্দেশ্য, এর উত্তরে তিনি বলেন; আমার মুরীদ তাকেই বলা হয়, যেই আমার জীবদ্দশায় কিংবা আমার ওফাতের পর আমার উপর সত্যিকার ও একান্তভাবে মুহাব্বত এবং ভক্তি রাখে। সুনির্দিষ্ট হোক কিংবা সর্বসাধারণ, নিকটবর্তী হোক কিংবা দূরবর্তী। তিনি আরো বলেন,

ان لم یکن مریدی جیدًا فاناجید

অর্থাৎ যদি আমার মুরীদ খালেছ ও উৎকৃষ্ট না হয় তবে আমি নিশ্চয় খালেছ ও পিউর হই। আর যদি আমার মুরীদ অপরিস্কার ও অনির্ভেজাল

অন্তর কিংবা গুণাগার হয় তবে আমি তাকে পরিস্কার অন্তর এবং নির্ভেজাল ও খালেছ অন্তরের বানিয়ে দেব। এমন ভাবে যেমনটি সাগরে তরঙ্গ ঢেউ অপবিত্র বস্তু সমূহকে ধুয়ে মুছে পরিস্কার করে দেয়, অনুরূপ যেই বাস্তবিক পক্ষে আমার মুরীদ হবে আমি তাকে পাক-পবিত্র ও পরিস্কার করে দিব।

انى لمن اراد لى ضامن وان كان على سريرة غير صالحة

আমি সেই ব্যক্তির জিম্মাদার ও গ্যারান্টেড যেই আমার উপর ভক্তি ও বিশ্বাস রাখে। যদিওবা তার চরিত্রে দোষ-ত্রুটি অর্থাৎ দুশ্চরিত্র হয়, আমার সাথে একান্ত বিশ্বাসের কারণে তার বদ চরিত্র পরিবর্তন হয়ে উন্নত ও সৎ চরিত্রের হয়ে যাবে।

আমার ইবাদাত তথা কামনা-বাসনার শর্ত হচ্ছে যে, সে আহকামে শরীয়াহর অনুসরণ করে শিরিক, কুফরী ও গুণাহ ইত্যাদি পরিহার করবে। যে ব্যক্তি শরীয়তের বিধি নিষেধের অনুসারী নয় সে আমার মুরীদ নয় যতক্ষণ পর্যন্ত তাওবা করে ফিরে না আসবে।

অত্র ক্বাসিদায় هِـمْ শব্দটি هيـمـان হতে নির্গত। এটি তাসাউফ তথা আধ্যাত্মিকতায় মারেফাত ও ইশকে ইলাহীর প্রথম পদমর্যাদা। এই স্তরে কদম রাখার ক্ষেত্রে শরীয়তে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অনুসরণ-অনুকরণের মাধ্যমে তাক্বওয়া অর্জন করত: সংসারের প্রতি উদাসিনতা ইখতিয়ার করা অবশ্যই কর্তব্য। এটি ব্যতীত ইশকে ইলাহী কোন অবস্থাতেই অর্জিত হবে না। এই স্তরের চাহিদা এবং আল্লাহর কামনা-বাসনা বিজয় হওয়ার কারণে যা প্রবাহমান তা নৈকট্য লাভের স্থায়ীত্বে পৌছবে না। এই কারণেই যে, নেশা ও উম্মত্ততা প্রাধান্য হয়েছে।

ক্বাসিদা নং-১৯

مُرِيْدِىْ لَاتَخَفْ اَللّٰهُ رَبِّىْ

عَطَانِىْ رِفْعَةً نِلْتُ الْمَنَالِ

উচ্চারণ: মুরীদী লা-তাখাফ্ আল্লাহুরাব্বী

আতা-নী রিফ্য়াতান নিলতুল মায়া-লী।

অর্থ: হে আমার মুরীদ! তোমরা কাউকে ভয় কর না, কেবলমাত্র মহান আল্লাহ তা'য়ালাই আমার মালিক ও পালনকর্তা। তিনি আমাকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন, যার কারণে আমি উচ্চ স্তর ও পদ মর্যাদায় পৌছেছি। অর্থাৎ আমার কাংখিত ফলাফল পেয়েছি।

ব্যাখ্যা: হযরত মাহবুবে ছোবহানী আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) এর কতেক মুরীদ অস্বীকারকারী ও বিরুদ্ধাচারণকারীদের ভয় করে থাকে, তিনি (গাউছে পাক রহ.) তাদেরকে শান্তনা প্রদান করে বলেন, যে-কাউকে ভয় কর না, যেই আল্লাহ পাক আমাকে উচ্চ মর্যাদা ও উন্নতি দান করেছেন তিনিই আমার মালিক ও প্রতিপালক এবং আমার হেফাজত ও নিরাপত্তা দানকারী।

বালা-মসিবত ও দু:খ-দুর্দশায় মুরীদদেরকে নিরাপত্তা প্রদান ও উদ্ধার করার অঙ্গীকার প্রদান করে বলেন যে, তোমরা ভীত ও আতংকিত হয়ো না কেননা আমার কফিল তথা মালিক আল্লাহ, যিনি আমাকে উচ্চ মর্তবা দান করেছেন এবং এই মর্তবার কারণে মুরীদের উদ্ধারকারী হয়েছি। আমি বালা-মুছিবতে মুরীদের সাথে রয়েছি এবং এই মুশকিল দুরীভূত

করার উচ্চ মর্তবা যা মহান আল্লাহ তা'লা আমাকে দিয়েছেন এবং যিনি আমার কফিল তথা জিম্মাদার ও পালনকর্তা।

অর্থাৎ: হযরত গাউছে পাক (রহ.) আপন মুরীদদেরকে শান্তনা ও প্রবোধ এবং অভয় প্রদান করে বলেন যে, তোমরা কোন অবস্থায় কোন প্রকার ভয় ও আতঙ্কিত হয়ো না কেননা তিনি এমন পদবীতে আসীন যিনি তথা হতে নিশ্চয় হেফাজত ও রক্ষানাবেক্ষণ করতেছেন, যাতে করে কোন অপশক্তি তাঁর মুরীদকে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট করতে না পারে আর না কোন প্রকার কষ্ট ও তাকলীফ পৌছাতে পারে।

ক্বাসিদা নং- ২০

طُبُوْلِیْ فِی السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ دُقَّتْ

وَشَاؤُسُ السَّعَادَةِ قَدْ بَدَ الِ

উচ্চারণ: তুবুলী ফিস্‌সামা-য়ি ওয়াল আরদ্ধি দাক্বক্বাত

ওয়া শা-উসুস্‌সায়া-দাতি ক্বাদবাদা-লী।

অর্থ: আসমান ও জমীনে আমার নামের ডঙ্কা বাজতেছে এবং আমার গুণগান ও নেকীর সংবাদ প্রকাশ হচ্ছে।

ব্যাখ্যা: আমার নাম আসমানে ফেরেশতাদের নিকট এবং জমীনে আউলিয়ায়ে কেরামদের নিকট মশহুর ও পরিচিত এবং চিরন্তন ও শাশ্বতের মুখপাত্র ও প্রধান দলপতি (যিনি বাদশাহের অগ্রভাগে চলে) যেখানেই গমন করুক না কেন রাস্তার মধ্যে শ্লোগান দেয়, বরং সেই

মহামান্য সা'দাত আমার উচ্চ পদ মর্যাদা ও আজমত এবং শান-শওকতের প্রকাশ করতেছে, যাতে লোকগণ আমার সম্মান ও তা'জিমের জন্য কাতারবন্দী হয়ে বিনয়-নম্রতার সাথে দাঁড়িয়ে যায় এবং আমার সাক্ষাত দ্বারা উপকৃত ও ভাগ্যবান হয়ে যায়।

হযরত মাহবুবে ছোবহানী রহমাতুল্লাহে আলাইহে এরশাদ করেন- সৌভাগ্য তথা সা'দত আমাকে আল্লাহর নৈকট্যে পৌছিয়েছে তা যথার্থ স্বীকৃত। নববী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শুভ দৃষ্টিই আমার পথ প্রদর্শন ও দিক-নির্দেশনা এবং একমাত্র গাইডার। যার বদৌলতে আমার এহেন শান-শওকত অর্জিত হয়েছে। আর আমার সুউচ্চ মর্যাদার ডঙ্কা তথা জয়গান জমীন ও আসমান পর্যন্ত বাজছে।

ক্বাসিদা নং- ২১

بِلَادُ اللّٰهِ مُلْكِیْ تَحْتَ حُكْمِیْ

وَوَقْتِیْ قَبْلَ قَلْبِیْ قَدْ صَفَالِ

উচ্চারণ: বিলা-দুল্লা-হি মুলকী তাহ্‌তা হুক্‌মী

ওয়া ওয়াক্বতী ক্বাব্‌লা ক্বাল্‌বী ক্বাদ্‌ সাফা-লী।

অর্থ: আল্লাহ পাক ছোবহানাহু ওয়া তা'লার সমস্ত শহর তথা দেশ আমার সাম্রাজ্য ও অধীন। এর উপর আমার হুকুমত ও কর্তৃত্ব অর্থাৎ তা আমার হুকুমের অনুসারী এবং আমার সময়টা অর্থাৎ আমার আত্মার অবস্থা আমার শরীর সৃষ্টি হওয়ার অনেক পূর্বে স্বচ্ছ ও পরিস্কার ছিল অর্থাৎ আমার অন্তর সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই পরিস্কার ছিল।

ব্যাখ্যা: আল্লাহ জাল্লা শানুহু যখন কারো সাথে দোস্তি ও বন্ধুত্ব রাখেন তখন তাকে تصرف فی البلاد (তথা শহর সমূহের উপর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব) এর মর্যাদা ও সম্মান দান করেন। আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআন মজীদে এরশাদ করেন-

تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ

অর্থ: আপনি যাকে চান বাদশাহী দান করেন আর যার থেকে চান বাদশাহী কেড়ে নেন, যাকে চান তাকে ইজ্জত দান করেন, যাকে চান তাকে লাঞ্ছিত করেন। আপনিই সব কল্যাণের মালিক।

এহেন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন।

হযরত গাউছে ছমদানী (রহ.) কে আল্লাহ পাক تصرف فی البلاد এর মর্যাদা দান করেছেন, যার কারণে সমস্ত কিছু তাঁর অধীনস্থ ও দৃষ্টির আওতাভূক্ত হয়ে গেছে।

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন যা যা কামালিয়াত ও বুজুর্গী যে সমস্ত মানুষকে দান করেছেন তা সৃষ্টিকর্তা রূহ তথা আত্মা সৃষ্টির সময়ই বখশিশ করেছেন। গাউছে পাক বলেন; আমাকে যে কামালিয়াত ও বুজুর্গী দান করা হয়েছে তা আমার রূহ সৃষ্টির সময়ই দান করা হয়েছিল। অর্থাৎ দুনিয়ার বাদশাহী ও কর্তৃত্ব আমার অধীনস্থ করে দেয়া হয়েছে।

হুজুর সৈয়্যদুল কাওনাইন মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে যে নবুওয়াত দান করা হয়েছে তা দুনিয়াবী হায়াতের

চল্লিশ বৎসর পর নয়, বরং এর পূর্বেই দান করা হয়েছিল। যখন সৈয়্যদুনা আবুল বশর আদম আলাইহিস্‌সালাম তখনও পানি ও মাটিতে সংমিশ্রণ ছিল। পবিত্র হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে-

کُنْتُ نَبِیًّا وَّ آدَمُ بَیْنَ الْمَاءِ وَالْجَسَدِ (وَالطِّیْنِ)

অর্থ: আদম (আ:) পানি ও মাটিতে থাকাকালীন (অস্তিত্বহীন) অবস্থায়ও আমি নবী ছিলাম।

তাসাউফের পরিভাষায় وقت তথা সময় একটি স্তর ও পদবীর নাম। যে সময়ের মধ্যে আ'রেফদের অনেক দু:খ-কষ্ট ও মুছিবত এবং জটিলতা সংঘটিত হয়। এই স্তরটি আ'রেফদের জন্য কঠিন সময়। وقت শব্দটি مشکل এর অর্থে ব্যবহৃত হওয়া محاورہ তথা ভাষাগত বৈশিষ্ট্য ও বাক-পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত। যেমন-

اے خاصۂ خاصان رسل وقت دعا ہے

امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے

আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তা'লা তাঁর জন্মের পূর্বেই তাঁর সম্মানার্থে منزل کشف القلوب তথা মা'রেফাতের স্তর منزل وقت (অন্তর উম্মোচিতের স্তর) কে পাক-পবিত্র ও পরিস্কার করে দিয়েছেন, যাতে করে তাঁর কোন কষ্ট ও মুছিবতের সম্মুখিন হতে না হয় এবং খুব দ্রুত মা'রেফাতের স্তর অতিক্রম করতে পারেন। এই নেয়ামতকে শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বর্ণনা করেছেন-

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَ نَّكُمْ

অর্থ: নিশ্চয় তোমরা কৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমি বৃদ্ধি করে দিব।

ক্বাসিদা নং-২২

نَظَرْتُ اِلٰى بِلَادِ اللّٰهِ جَمْعًا

كَخَرْدَلَةٍ عَلٰى حُكْمِ اِتِّصَالِ

উচ্চারণ: নাযারতু ইলা-বিলা-দিল্ল্যা-হি, জাম্য়ান

কাখারদালাতিন আলা-হুকমি ইত্তিসা-লী।

অর্থ: আমি আল্লাহ জাল্লা মাজ্দহুর সমস্ত শহরের দিকে দৃষ্টি করলাম; তা আল্লাহর হুকুমে আমার দৃষ্টিতে সরিষা দানার মত দেখতে পেলাম।

ব্যাখ্যা: হুজুর মাহবুবে ছোবহানী (রহ.)'র দৃষ্টি শক্তিকে আল্লাহ তা'লা এমন ভাবে প্রশস্ত ও উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন করে দিয়েছেন যে, দুনিয়ার সমস্ত শহরকে আল্লাহর হুকুমে একটি শহরকে আরেকটি শহরের সংমিশ্রন তথা একাকার হিসাবে দেখেছেন, তখন এটি সরিষার দানা বরাবর ছিল।

প্রশ্ন: এতগুলো বিস্তৃর্ণ শহর কিভাবে সংমিশ্রন ও একাকার তথা একটি শহরের ন্যায় গোচরীভূত হল। এটি একটি ভুল ও গলদ ধারণা ব্যতীত আর কি?

উত্তর: এটিই হচ্ছে আল্লাহর অলীগণের দৃষ্টির মধ্যে একান্ত ও স্বাতন্ত্র

অবলোকন শক্তি। এদের নজরে দুনিয়ার সমস্ত শহর সরিষার দানার বরাবর। যেমনি ভাবে সর্বসাধারণ সরিষার দানাকে একটি দানা হিসাবে তাঁর দেখে থাকে। তেমনিভাবে হুজুর সরকারে গাউছে পাক রাদ্বিআল্লাহু তা'লা আনহু পুরো দুনিয়াকে একটি শহর হিসাবে গোচরীভূত হল।

হুজুর গাউছে ছমদানী রাদ্বিআল্লাহু তা'লা আনহু আল্লাহ জাল্লা শানুহুর প্রদত্ত এহেন নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতেছেন যে, পুরো পৃথিবীর রাজত্ব তাঁর অধীন করেছেন। তবে বাহ্যিক ভাবে এই রাজত্ব আমার দৃষ্টিতে সরিষার দানা সমতুল্য।

বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, প্রকৃত আ'রেফদের সূক্ষ্ম জ্ঞান দৃষ্টিতে পৃথিবী এবং পৃথিবীর ধন-সম্পদ তথা সামগ্রীর কোন প্রাচুর্য ও পদমর্যাদা হতে পারে না। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআন শরীফে এরশাদ করেছেন;

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ

অর্থ: আপনি বলুন, দুনিয়াবী বস্তু অল্প।

ক্বাসিদা নং-২৩

دَرَسْتُ الْعِلْمَ حَتّٰى صِرْتُ قُطْبًا

وَنِلْتُ السَّعْدَ مِنْ مَوْلَى الْمَوَالِ

উচ্চারণ: দারাস্তুল ইল্মা হাত্তা-সিরতু কুত্বান

ওয়ানিলতুস্ সা'দা মিম্মাও লালমাওয়া-লী।

অর্থ: আমি জাহেরী-বাতেনী জ্ঞান অর্জন করতে করতে কুতুব হয়ে গেলাম অর্থাৎ আমি ইলম তথা জ্ঞান বিশুদ্ধভাবে অধ্যায়ন করে কুতুব হয়েছি। এই বুজুর্গী ও সৌভাগ্য আমি রাজা-ধিরাজ আল্লাহ তা'লার মদদ ও সাহায্যের মাধ্যমে **منزل سعادت** তথা সৌভাগ্যের স্তরে পৌছেছি।

ব্যাখ্যা: হুজুর মাহবুবে ছোবহানী আবদুল কাদের জিলানী রাদ্বিআল্লাহু তা'লা আনহু বলেন যে, **عرفان حقیقی** তথা প্রকৃত মা'রেফাত অর্জন করার জন্য **علوم دینیہ** তথা কোরআন মজীদ এবং হাদীসে নববী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র উপর দক্ষতা ও পারিদর্শিতা অর্জন করা আবশ্যক। এর সাথে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর দয়া ও করুণাধারা হওয়া আবশ্যক। আল্লাহর ফজলে করমে আমি দ্বীনি ইলম তথা ইলমে জাহেরী ও ইলমে বাতেনী অর্জন করেছি, অত:পর **سعادت** এর স্তর অতিক্রম করত: কুতুবে ইরফান এবং হাকীকত এর পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছি।

অর্থাৎ যেমনিভাবে ইশক মুহাব্বত নিরবচ্ছিন্ন সাহচর্যের মাধ্যম। অনুরূপ ইলম ও জ্ঞান অর্জন কুতুবিয়ত ও সা'আদাত হাসেলের অন্যতম মাধ্যম। ইলম হাসিল ব্যতীত কোন কিছুই অর্জন করা সম্ভব নয়।

کہ بے علم نتواں خدارا شناخت

অর্থ: নিশ্চয় মূর্খরা খোদার পরিচয় লাভ করতে পারে না।

سعادت তথা সৌভাগ্যের স্তরটি মা'রেফাতের জগতে এক অনন্য ও স্বাতন্ত্র স্তর ও মনজিল।

ذَالِکَ فَضْلُ اللّٰہِ یُؤْتِیْہِ مَنْ یَشَاءُ

অর্থ: ইহা আল্লাহর নিয়ামত তিনি যাকে চান তাকে দান করেন।

ক্বাসিদা নং- ২৪

رِجَالٌ فِیْ ھَوَاجِرِھِمْ صِیَامٌ

وَفِیْ ظُلَمِ اللَّیَالِیْ کَاللَّآلِ

উচ্চারণ: **রিজালুন ফী হাওয়াজিরেহিম ছিয়ামুন্**

ওয়া ফী জুলামিল্ লায়ালি কাল্-লাআলী।

অর্থ: আমার মুরীদ গ্রীষ্মকালে (গরম কাল) রোজা রাখে অর্থাৎ রোজাদার থাকে, তারা উক্ত ইবাদতের রৌশনী তথা দেদীপ্যমান ও প্রাঞ্জল উজ্জ্বল্যের বদৌলতে মনি-মুক্তার ন্যায় চমকপ্রদ।

ব্যাখ্যা: হযরত গাউছে ছমদানী আবদুল কাদের জিলানী রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু আপন মুরীদগণের দু:সাধ্য ও কষ্টদায়ক মোজাহেদা ও আত্মসাধনার বর্ণনা দিয়ে বলেন; অর্থাৎ তিনি উক্ত ক্বাসিদায় আপন মুরীদের শান-মর্যাদার বর্ণনা করেছেন। যদিও গ্রীষ্মকালে যতইনা প্রচন্ড তাপদাহ হউক না কেন, আমার মুরীদ এই কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক প্রচন্ড গরমের সময় দিনের বেলায় রোজা রাখে আর রাত্র যতই অন্ধকারাচ্ছন্ন হউক না কেন, এহেন অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রের বেলায় ইবাদত-বন্দেগী তথা নফল ইবাদত ও তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করে। অন্ধকার রাত্রে নূরে ইলাহী তথা আল্লাহর আলোকরশ্মিতে তাদের কপাল মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল্য ও চমকপ্রদ হয়ে চকচকিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ গ্রীষ্মকাল বলতে **صائم الدھر** তথা সারা বৎসর রোজা রাখে, আর অন্ধকার রাত্রকে ইবাদতের নূর দ্বারা সে **تاریکی رات** মুক্তার ন্যায় উজালা হয়ে যায়।

ক্বাসিদা নং- ২৫

وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهٗ قَدَمٌ وَاِنِّیْ

عَلٰی قَدَمِ النَّبِیِّ بَدْرِ الْكَمَالِ

উচ্চারণঃ ওয়া কুল্লু ওয়ালিয়্যীন লাহু কাদামুন ওয়া ইন্নী

আ'লা কাদামীন নবী বদরিল্ কামালী।

প্রথম অর্থঃ প্রত্যেক অলি আমার অনুকরণকারী ও অনুসারী অর্থাৎ আমার পদাঙ্ক অনুসরণকারী আর আমি সৈয়্যদুল কাওনাইন মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র পদাঙ্ক অনুসারী। যিনি আসমানে রেছালতের বদরুল কামাল তথা পরিপূর্ণ পূর্ণিমার চাঁদ।

দ্বিতীয় অর্থঃ প্রত্যেক অলির জন্য একটি মাকাম তথা স্তর রয়েছে। তবে আমার মাকাম ও স্তর হচ্ছে নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যিনি আসমানে বদরে কামাল (পরিপূর্ণ পূর্ণিমার চাঁদ) তাঁর কদমে। অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র পবিত্র কদমে।

ব্যাখ্যাঃ অত্র ক্বাসিদায় হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র শরীয়তের অনুসরণ-অনুকরণের এবং অলীদের মাকাম ও স্তরের বর্ণনা রয়েছে।

প্রথমতঃ اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم তথা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র পদাঙ্ক অনুসরণের বর্ণনা হচ্ছে যে, সমস্ত আউলিয়ায়ে কামেলীন জমীনের মধ্যে শরীয়ত ও মারেফাতের

রাস্তায় আমার تابع তথা অনুসারী আর আমি হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র অনুসারী, কেননা কোন ব্যক্তি শরীয়তে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যতীরেকে হেদায়াত প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব।

ক্বদমের মাসআলা সুপ্রসিদ্ধ আর কোন গ্রহণযোগ্য জীবনীগ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। তাঁর বাণীর উপর সমস্ত কুতুব এবং অলীগণ তাদের মজলিসে গরদান ঝুঁকিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের নিকট স্ব স্ব মুরীদগণ জিজ্ঞাসা করলেন- এর কারণ কি?

তখন তারা এর উত্তরে বলেন যে, হযরত শাইখ আবদুল কাদের জিলানী রাদ্বিআল্লাহু তা'লা আনহু বাগদাদ হতে قَدَمِیْ هٰذِهٖ عَلٰی رَقَبَةِ كُلِّ وَلِیِّ اللّٰهِ (অর্থাৎ আমার কদম সমস্ত অলী আল্লাহদের গরদানের উপর) বলেছেন, এই জন্য আমাদের প্রত্যেকের গরদান ঝুকানো অবশ্যই কর্তব্য হয়ে পড়েছে।

দ্বিতীয়তঃ হযরত গাউছে পাক রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু উক্ত ক্বাসিদা এরশাদ করার উদ্দেশ্য এটিও হতে পারে ওলামাগণ বলেন যে, প্রত্যেক অলীর একটি সুনির্দিষ্ট মাকাম ও স্তর রয়েছে এবং নির্দিষ্ট মর্যাদা দান করা হয়েছে, আর আমি খাতেমুন নবীয়্যীন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র অনুসরণ-অনুকরণে কদম-বকদম তথা যথাযথ পায়রবীর মাধ্যমে পরিপূর্ণ স্তর পর্যন্ত পৌছেছি, তবে অপরাপর অলীগণ এই মাকাম অর্জন করতে পারেনি, যদিওবা سعادت তথা উক্ত সৌভাগ্যটি প্রত্যেক অলীর ভাগ্যে নির্ধারিত।

যেমনিভাবে ইলম তথা জ্ঞানের মধ্যে ওলামাদের উদ্যত হওয়া ভিন্ন হয়ে থাকে। অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন করার জন্য প্রত্যেকে চেষ্টা করে কিন্তু প্রত্যেকের ক্ষেত্রে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করা সম্ভবপর হয় না। দেখা যায়

মেধা ও ধী-শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরা জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে দ্রুত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে থাকে এবং সমাপনী সনদ অর্জন করত: উচ্চ স্তরের কামিয়াবী হাসিল করে থাকে। আর অপরদিকে মেধাহীন ও স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিরা এক্ষেত্রে পেছনে পড়ে থাকে। এটিই হচ্ছে عـرفان তথা মা'রেফাত অর্জনের কায়ফিয়াত ও বর্ণনা আকৃতি।

হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র মারেফাতে পৌছার রাস্তা ক্বলবকে সাইক্বল তথা ঘর্ষন করা। قـلـب صيقل তথা ক্বলবকে সাইক্বল তথা ঘর্ষণ করা এভাবেই হয়ে থাকে যে, প্রথমত: নফছে আম্মারা তথা অন্তরের কু-প্রবৃত্তিকে অনুগত করত: নাজাত ও পরিত্রাণ হাসিল করে নিষিদ্ধ ও শরীয়ত পরিপন্থী অর্থাৎ অবৈধ ও গোনাহের কাজ হতে তাওবা করে সম্পূর্ণরূপে খারাপ কাজ পরিহার করে ভাল কাজের দিকে ফিরে আসা আর ভবিষ্যত জীবনে শরীয়তের পা'বন্দী থাকা এবং আল্লাহর হুকুম যথা নিয়মে পালন করা। অত:পর নফল ইবাদত ও আল্লাহর জিকির দ্বারা অন্তরকে সাইক্বল তথা ঘর্ষণ ও শানিত করা, এরপর অন্তর আল্লাহর আলোকরশ্মি দ্বারা প্রজ্জলিত হয়ে যাবে। এ সমস্ত মাকাম ও স্তর ইবাদত- রিয়াজত দ্বারা অর্জিত হয়। সৈয়্যদুনা মাহবুবে ছোবহানী আবদুল কাদের জিলানী রাদ্বিআল্লাহু তা'লা আনহু এরশাদ করেন যে, আমি এ সমস্ত মন্‌জিল অতিক্রম করত: আসমানে কামাল তথা পরিপূর্ণতার স্তরে পৌছে গেছি। আল্লাহু আকবর।

ক্বাসিদা নং-২৬

نَبِيٌّ هَاشِمِيٌ مَكِّيٌ حِجَازِيٌ

هُوَ جَدِّيْ بِهٖ نِلْتُ الْمَوَالِ

উচ্চারণ: নবীয়্যুন হাশেমী মাক্কী হেজাজী

হুয়া জাদ্দী বিহী নিলতুল মাওয়ালী।

অর্থঃ নবী আকরাম রাউফুর রাহীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাশেমী, মক্কী ও হিজাজী। তিনি হচ্ছেন আমার রক্ত সর্ম্পকীয় জাদ্দে আ'লা তথা নানা হন। যার বদৌলতে আমি এহেন বুজুর্গী ও মর্যাদা পেয়েছি।

ব্যাখ্যাঃ সৈয়্যদুনা মাহবুবে ছোবহানী আবদুল কাদের জিলানী রাদিআল্লাহু তা'লা আনহু তার আপন রক্তের পবিত্রতা ও উচ্চ বংশদ্ভূত হওয়ার দলিল হিসাবে হুজুর সৈয়্যদে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বংশীয় সম্বন্ধ ও বংশধর হওয়ার কথা প্রকাশ করেছেন। তার সময় কালে বাতিল ফেরকা যেমনিভাবে ঠাট্টা-বিদ্রোপ কথা-বার্তা করতে শুরু করেছিল, তাদের এহেন কথা-বার্তার রদ ও খন্ডনে গাউছে পাকের আপন উচ্চ বংশ ছিলছিলার প্রকাশ করা আবশ্যক ছিল।

নোটঃ অত্র ক্বাসিদাটি অপরাপর কিতাবের মধ্যে উল্লেখ নাই। হযরত আল্লামা আনছর চিশ্‌তী ছাবেরী সর্বজন প্রসিদ্ধ হিসাবে ক্বাসিদায়ে গাউছিয়ার ৩০ (ত্রিশ) টি ক্বাসিদার মধ্যে এটি অর্ন্তভূক্ত করে ত্রিশটি হয়েছে। তবে মুহাক্কেক আল্লামা আবুল বরকাত আবদুল মালেক রহমাতুল্লাহে আলাইহে "الـجـواهـر الـمـضيـه" (আল্-জাওয়াহেরুল

মাদ্বিয়া) নামক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে এটি উল্লেখ করেন নাই এবং হযরত আল্লামা সৈয়্যদ ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ সাঈদ বাগদাদী জিলানী আলাহি রাহমাহ এর "الفيوضات الربانيه" (আল্-ফুয়ুজাতে রাব্বানীয়া) নামক কিতাবেও অত্র ক্বাসিদার উল্লেখ নাই।

ক্বাসিদা নং- ২৭

مُرِيْدِىْ لَا تَخَفْ وَاشٍ فَاِنِّىْ

عَزُوْمٌ قَاتِلٌ عِنْدَ الْقِتَالِ

উচ্চারণ: মুরীদি লা-তাখাফ ওয়াশিন্ ফাইন্নী

আজুমুন্ কাতেলুন ইন্দাল ক্বেতালী

অর্থ: হে আমার মুরীদগণ! তোমরা কোন খারাপ চোগলখোরকে ভয় কর না, কেননা আমি যুদ্ধ ক্ষেত্রে খুবই বড় اولوالعزم তথা দু:সাহসী ও স্থিরচিত্ত। আর দুশমন ও শত্রুকে কতল তথা হত্যাকারী হই। অত্র ক্বাসিদায় তিনি আপন মুরীদগণকে বীরত্ব ও দু:সাহসী হিম্মাৎ দেখিয়ে এরশাদ করেছেন।

ব্যাখ্যা: চোগলখোর লোকগণ আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা ও বানোয়াট কথা-বার্তা বানিয়ে প্রকাশ করছে ও মিথ্যা অপবাদ ছড়িয়ে দিচ্ছে। তোমরা তাদের এহেন মিথ্যার বেড়াজাল ও চল-চাতুরিকে ভয় কর না। যতই মিথ্যা ও বিরোধীতা আমার বিরুদ্ধে আসুক না কেন। সবই মিথ্যা ও অস্তিত্বহীন হিসাবে প্রমাণিত হবে। কেননা আমি যুদ্ধক্ষেত্রে অটল ও অবিচল। এবং বড় বড় দুশমনকে হত্যাকারী। আরো স্মরণ রেখো যে,

সর্বদা আল্লাহর দল কামিয়াব ও বিজয়ী এবং সাহায্যপ্রাপ্ত ও কৃতকার্য হয়ে থাকে।

হযরত গাউছে পাক রাদ্বিআল্লাহু তা'লা আনহু আপন মুরীদগণকে বলেন যে, হে আমার মুরীদগণ! তোমরা বিরুদ্ধাচারণকারীদের কোন প্রকার ভয়-ভীতি কিংবা কুমন্ত্রণা হতে চিন্তা মুক্ত থাক। কেননা আমিই তোমাদের হেফাজতকারী ও রক্ষণা-বেক্ষনকারী। যদি আমার মুরীদ মারেফাতের স্তর ও মনজিল অতিক্রম কর তবে এই ভয় কর না যে, এই মাকাম ও স্তর হতে ছিটকে পড়বে কিংবা টেনে নামানোকে। তাদের অন্তরে এই শংকা ও ওয়াছওয়াছা না আসা আবশ্যক। কেননা আমিই এটির হেফাজতকারী এবং দৃঢ় সংকল্পকারী ও দু:সাহসী স্থির চিত্ত। আর দুশমনকে নি:শেষকারী, তাদের গর্ব খর্বকারী এবং তাদের মিথ্যা চক্রান্ত পরিসমাপ্তকারী।

ক্বাসিদা নং- ২৮

اَنَا الْجِيْلِىْ مُحِىُّ الدِّيْنِ اِسْمِىْ

وَاَعْلَامِىْ عَلٰى رَأْسِ الْجِبَالِ

উচ্চারণ: আনালজীলী মুহিয়্যুদ্দীনে ইসমী

ওয়া আ'লা-মী আ'লা রা-সিল্ জিবালী।

অর্থ: আমি জিলানের বাসিন্দা হই এবং মুহিউদ্দীন আমার নাম, আমার ফয়েজের উচ্চ নিশান পর্বত শৃঙ্গে উড্ডিয়মান।

ব্যাখ্যা: হুজুর মাহবুবে ছোবহানী'র নাম আবদুল কাদের লক্বব বা

উপাধী হচ্ছে মুহিউদ্দীন, জিলান হচ্ছে বাগদাদ অঞ্চলের একটি পরগনা তথা অংশ। যাতে কয়েকটি গ্রাম রয়েছে, তন্মধ্যে একটির নাম يـلـق (ইয়ালক্ব)। যা জিল্ এর নিকটবর্তী। তাঁর বদৌলতে উক্ত এলাকাটি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। এটির সাথে সম্পৃক্ত হিসাবে তাকে জিলানী বলা হয়। যেখানে হযরত গাউছে পাক (রা.) জন্ম গ্রহণ করেন। একদিন তিনি রাস্তার মধ্যে একজন অসুস্থ দূর্বল বৃদ্ধ যিনি উঠতে অক্ষম এমন এক ব্যক্তিকে দেখলেন, তখন বৃদ্ধ লোকটি আরজ করল যে, আপনি আমাকে সাহায্য করে উঠান। তিনি (গাউছে পাক) তাকে (বৃদ্ধকে) উঠালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন যে, আপনি কে? অসুস্থ বৃদ্ধ লোকটি উত্তর দিল যে, আমি দ্বীনে মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আমি দূর্বল ও শক্তিহীন হয়ে প্রায় মৃতের ন্যায় হয়ে গেছি। আপনার বদৌলতে শক্তিবান এবং যিন্দা হয়েছি। এই ঘটনাটি সংঘটিত হওয়ার পর যখন তিনি জামে মসজিদে তাশরীফ নিলেন, তখন সমস্ত লোকগণ তাকে আবদুল কাদের না বলে মুহিউদ্দীন লক্বব তথা উপাধী হিসাবে ডাকতে লাগল। ক্রমশ: উক্ত উপাধীটি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। এটি তাঁর নাম হিসাবে খ্যাত হয়ে যায়। এই কারণে তিনি মুহিউদ্দীন হিসাবে মশহুর নামকে তাঁর আপন নাম হিসাবে উল্লেখ করে এরশাদ করেছেন-

اَنَا الْجِيْلِى مُحِىُّ الدِّيْنِ اِسْمِىْ

উল্লেখ্য যে, মুহিউদ্দীন শব্দের অর্থ দ্বীনকে যিন্দা তথা জীবন দান কারী। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র দ্বীন তথা ধর্মকে তিনি এমনভাবে যিন্দা করেছেন যে, তাঁর যুগে বাতেল পন্থীরা বিশেষত: শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা সত্য দ্বীন-ধর্মের উপর যেমনিভাবে হঠাৎ আক্রমণ করা শুরু করল। যদি তিনি এটিকে রদ ও খন্ডন করে যথাযথভাবে সমুচিত জবাব না দিতেন তাহলে সত্য ধর্ম হয়ত শক্তিহীন ও দূর্বল হয়ে

যেত। এ জন্যই তিনি اسم بمسمى তথা নাম ও কাজের সাথে যথাযথ ভাবে পরিচিতি লাভ করেন।

তিনি তাঁর হেদায়াত ও পথ প্রদর্শনের নিশানা ও চিহ্ন সমূহ সম্পর্কে বলেন যে, তা এতই বুলন্দ যেমনটি পাহাড়ের চূড়ায় অর্থাৎ যা অনেক উঁচু ও বুলন্দ যা সহজ ও আসানের সাথে দেখা যায়।

আরবের সর্ব সাধারণের প্রচলিত নিয়ম ছিল যে পথ হারা মুসাফির তথা পথিককে সঠিক রাস্তা দেখানোর জন্য আগুন জালানো হত। মুসাফির ব্যক্তি আগুনের আলোকরশ্মি দেখে সঠিক রাস্তায় চলে ভ্রমণের ক্লান্তি অতিক্রম করে ধ্বংস ও কষ্টের হাত হতে বেঁচে যায়। অনুরূপ হযরত গাউছে পাক পথহারা ও বিপথগামী মানুষের জন্য আলোকরশ্মি স্বরূপ। দ্বীনে ইসলামের যে অসাধারণ খেদমত তিনি তখনকার সময়ে আঞ্জাম দিয়েছেন। এরই কারণে তাঁকে মুহিউদ্দীন বলা হয়ে থাকে। তাঁর উপাধী তাঁর নাম হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। তিনি সত্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বাতেলদের সাথে মোকাবেলা করার কারণে রাফেজী সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁর শানে গোস্তাখী ও বেয়াদবী করেছিল। এ জন্যই তিনি তাঁর বংশ ছিলছিলা ও লক্বেবের বর্ণনা করেছেন।

ক্বাসিদা নং-২৯

اَنَا الْحَسَنِى وَالْمَخْدَع مَقَامِىْ

وَاَقْدَامِىْ عَلٰى عُنُقِ الرِّجَالِ

উচ্চারণ: আনাল হাসানি ওয়াল্ মাখ্দা' মাক্বামী

ওয়া আক্বদা-মী আ'লা উনুক্বির রিজালী।

অর্থ: আমি সৈয়্যদুনা হযরত ইমাম হাসান রাদ্বিআল্লাহু তা'লা আনহু'র আওলাদ তথা বংশধর, মাখ্দা' নামক সুনির্দিষ্ট রাজকীয় বিচারালয় হচ্ছে আমার মাকাম এবং আমার কদম সমস্ত আউলিয়ায়ে কেরামদের গরদান তথা ঘাড়ের উপর।

ব্যাখ্যা: যেমনটি বংশ ছিলছিলায় বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত গাউছে পাক রাদ্বিআল্লাহু তা'লা আনহুর বংশ তালিকা হযরত ইমাম হাসান রাদ্বিআল্লাহু তা'লা আনহু'র সাথে সম্পৃক্ত। আরবী ক্বাসিদায় এই রেওয়াজ চলে আসছে যে, ক্বাসিদা বর্ণনার সাথে সাথে আপন পরিচিতিও করা হয়। ক্বাসিদার শেষাংশে গাউছে পাক রাদ্বিআল্লাহু তা'লা আনহু আপন বংশ তালিকার তা'রিফ করে আপন সত্ত্বার পরিচিতি প্রকাশ করত: তাঁর নসবনামা তথা বংশ ছিলছিলা হযরত সৈয়্যদুনা ইমাম হাসান রাদ্বিআল্লাহু তা'লা আনহুর সাথে সম্পৃক্ত এর বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

অলীদের মধ্যে হযরত গাউছে পাক (রা.)কে মহান আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তা'লা এহেন ফজিলত ও মর্যাদা দান করেছেন যে, প্রত্যেক অলীর গরদানের উপর তাঁর কদম অর্থাৎ তাদের উপর সুউচ্চ মর্যাদা ও কর্তৃত্ব দান করেছেন।

تصوف তথা সুফী দর্শনে مخدع মাখ্দা বলা হয়- কুতুব মাখ্দা পদ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে থাকে, যেখানে বাদশাহ তাঁর উজীর ও পরামর্শকগণ বসে পরামর্শ করে থাকে। অর্থাৎ ديوان خاص সুনির্দিষ্ট রাজকীয় বিচারালয় যা মাখ্দা বলে পরিচিত।

ক্বাসিদা নং- ৩০

وَعَبْدُ الْقَادِرِ الْمَشْهُوْرُ اِسْمِىْ

وَجَدِّىْ صَاحِبُ الْعَيْنِ الْكَمَالِ

উচ্চারণ: ওয়া আব্দুল ক্বা-দিরিল মাশ্হুরে ইসমী

ওয়া জাদ্দী-সাহিবুল আইনিল কামালী।

অর্থ: আমার মশহুর নাম আব্দুল কাদের এবং আমার নানা শশ্মায়ে কামাল তথা পরিপূর্ণ ঝরণা ধারার মালিক।

ব্যাখ্যা: অত্র ক্বাসিদায় তাঁর ইবাদত-বন্দেগী ও বিনয়-নম্রতা বর্ণনার পাশাপাশি তাঁর উচ্চ মর্যাদার ইঙ্গিত রয়েছে। তাঁর মশহুর নাম আবদুল কাদের ছিল, পরবর্তীতে মুহিউদ্দীন হয়েছে। আর جـــدّ (জাদ্দুন) নানা, দাদা উভয়কে বলা হয়। যেমন পবিত্র বংশ তালিকায় তাঁর নানা হযরত রাসূলে মাকবুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

তাঁর শান আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের নামে আক্দাছ তথা বুজুর্গীময় নাম "قادرًا" (সর্ব শক্তিবান)

তাঁর সম্মানিত মাতা-পিতা নাম রেখেছেন আবদুল কাদের। তবে দ্বীনকে যিন্দা করার কারণে তাঁর উপাধী মুহিউদ্দীন এমন ভাবে মশহুর হয়েছে যে, এটি নাম হয়ে গেছে। তাঁর নাম আবদুল কাদের এর মধ্যে যে লতাফাত তথা সৌন্দর্য ও বুযুর্গী পাওয়া যায় এর বদৌলতে উক্ত নামটি ত্বরিকায়ে কাদেরীয়ার ভক্ত অনুরাগীদের জন্য এটি اســم اعــظم

(ইসমে আ'জম) এর সমতুল্য হয়ে গেছে। তিনি হাবীবে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র عين الكمال তথা পরিপূর্ণ ঝরণাধারা বলে এর সাথে আপন বংশ ছিলছিলায় সম্পৃক্ততার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, যখন তাঁর বংশ ছিলছিলা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর্যন্ত সম্পৃক্ত। কাজেই এটি পরিপূর্ণ ঝরণাধারা। যা الولد سر لابيه এর হুকুম ভূক্ত, তাঁর পবিত্র সত্ত্বাও পরিপূর্ণতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিগণিত।

عين الكمال দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- اليوم اكملت لكم دينكم (অর্থ: আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি।) আর এটিও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, এমন পরশ পাথর যা স্পর্শ করার কারণে লৌহাও স্বর্ণ হয়ে যায়। বরং তিনি তাঁর জাদ্দে আ'লা নানা হযরত সৈয়্যদুল মুরছালীন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র এই শব্দ দ্বারা না'ত বর্ণনা করেছেন যে, মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র নামের বরকতে লৌহাও স্বর্ণ হয়ে যায় আর বেদ্বীন-দ্বীনদার হয়ে যায়।

জাহেল তথা মূর্খ জ্ঞানী ও আলেম হয়ে যায়। আর মুশরিক ঈমানদার ও তৌহিদবাদী হয়ে যায়।

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

অর্থঃ এক কথায় খোদার পরে আপনিই সবচেয়ে মহিমান্বিত।

সমাপ্ত

sahihaqeedah.com

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

PDF by (Masum Billah Sunny)

মুহাম্মদ আজিজুল হক আল্-কাদেরী (মা.জি.আ.)'র রচিত

গ্রন্থাবলীর নাম

(১) ফরমানে মোস্তফা (২) শানে মোস্তফা
(৩) ইরশাদে মোস্তফা
(৪) ফাযায়েলে দরূদ শরীফ (৫) আত্ তোহ্ফাতুল মাতলুবা
(৬) মিলাদে মোস্তফা (৭)আল্-বায়ানুল মোছাফ্ফা
(৮) আযানের আগে দরূদ পড়া জায়েয
(৯) আস্ সায়েক্বাহ (১০) আল্-কাওলুল হক
(১১) আল্ বোরহান
(১২) আত্-তোহ্ফাতুল গাউছিয়া
(১৩) আল্-বায়ানুন্-নাজীহ
(১৪) কেফায়াতুল মোবতাদী
(১৫) আত্-তাওজীহুল জামিল
(১৬) আত্-তাহ্কীকুল আ'জীব
(১৭) আদ্-দালায়েলুল ওয়াজেহাত
(১৮) তানজীহুল জালীল আনিশ্ শিবহে ওয়াল মাছিল
(১৯) তাজকেরাতুল মাক্বামাতির রাফীয়াহ
(২০) আচ্ছালাতুত্ তা-তাউওয়াযু বে-ইক্বতেদায়ীল মুতাউয়ে
(২১) রাফিকুল মোসাফেরিন ফী মাসায়েলিল হজ্বে ওয়া জিয়ারতে সৈয়্যদিল মুরসালীন
(২২) আত্-তাবছীর ফী মাস্য়ালাতিত্- তাকফীর
(২৩) কালামুল আউলিয়া ফী শানে ইমামিল আউলিয়া
(২৪) হাকীকতে ইসলাম (২৫) মুনীয়াতুল মুছলেমীন
(২৬) শাজরা শরীফ (তরিকায়ে কাদেরীয়া চিশতীয়া)
(২৭) আল্-ফউযুল মুবীন
(২৮) তাকবীলুল ইবহেমাইন ইনদা ছেমায়ে বে ইছমে সৈয়্যদিল কাওনাইন
(২৯) শানে গাউছুল আ'যম
(৩০) আল্-মোকাদ্দমা
(৩১) আল-মারজান মিন মোখতারুচ্ছহীহাইন (১ম ২য় ও ৩য় খণ্ড)
(৩২) আক্বায়েদুল ইসলাম
(৩৩) কুররাতুল উয়ুন (৩৪) তরিকুচ্ছালাত
(৩৫) শরহে ক্বাসিদায়ে গাউছিয়া (বিশাদ ব্যাখ্যা সম্বলিত) ইত্যাদি

প্রাপ্তিস্থান

❖ [illegible] গাউছিয়া মুঈনিয়া ফাযিল মাদ্রাসা ❖ হাটহাজারী আনোয়ারুল উলুম নোমানিয়া মাদ্রাসা
❖ [illegible] ফাযিল মাদ্রাসা ❖ [illegible] মাদ্রাসা, [illegible]
❖ [illegible] কুতুবখানা ❖ [illegible] কুতুবখানা ❖ মদীনা কুতুবখানা
শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স ২য় তলা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

আনজুমানে কাদেরীয়া ভবন ১৬/২ পুরাতন টি এন্ড টি রোড, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম।